

সূরা আল-কাহাফ

আয়াত : ১১০

রুকু' : ১২

নামকরণ

সূরার ১০ম আয়াতের **الفتح الى الكهف** থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ নামকরণের কারণ হলো—এটা সেই সূরা যাতে ‘কাহাফ’ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

নাখিলের সময়কাল

সূরা আল-কাহাফ মাক্কী জীবনের তৃতীয় পর্যায় তথা নবুওয়াতের ৫ম থেকে ১০ম বর্ষ পর্যন্ত সময়-কালের মধ্যে নাখিল হয়েছে। মাক্কী জীবনকে ৪টি বড় বড় অধ্যায়ে ভাগ করলে এ সূরাটির নাখিল হওয়ার সময়টা তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিপূর্বে মক্কার কুরাইশ কাকিররা ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতি হাসি-ঠাট্টা, প্রশ্ন আপত্তি, দোষারোপ, ভয় দেখানো, লোভ দেখানো ও বিরূপ প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমেই বিরোধীতা করে আসছিল। কিন্তু এ তৃতীয় পর্যায়ে এসে তারা মুসলমানদের উপর পূর্ণ শক্তিতে মার-পিট, যুল্ম-নির্যাতন ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি অমানবিক কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। ফলে বিরাট সংখ্যক মুসলমান দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। তাদের বিরাট অংশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছে। আর অবশিষ্ট মুসলমানকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ স.-এর পরিবার পরিজনকেও ‘আবুতালেব গিরিগুহা’য় অন্তরীণ অবস্থায় কাল কাটাতে হয়েছে। এসময় মুসলমানদের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

আর নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের এ কঠিন সময়েই রাসূলুল্লাহ স.-এর দুইজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক—আবু তালিব ও উম্মুল মু‘মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা. ইত্তিকাল করেন। যার ফলে মুসলমানদের জন্য মক্কায় বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অবশেষে রাসূলুল্লাহ স.সহ মুসলমানরা মক্কা ত্যাগ করে মদীনায়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। নবী জীবনের এ কঠিন সময় যখন কাকিরদের যুল্ম নির্যাতন তীব্র হয়ে উঠেছে কিন্তু তখনও আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা সংঘটিত হয়নি, তখন নির্যাতিত মুসলমানদেরকে আসহাবে কাহাফের ঘটনা গুনিয়ে—আসহাবে কাহাফ ঈমান বাঁচানোর জন্য কি সব উপায় অবলম্বন করেছেন তা জানিয়ে তাদের সাহস-হিম্মত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সূরাটি নাখিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়াতের সত্যতা যাঁচাই করার উদ্দেশ্যে আহলি কিতাবদের শেখানো তিনটি প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট করেছিল। প্রশ্ন তিনটি ছিল ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। মক্কার লোকদের নিকট

তা প্রচলিত ছিল না। এ প্রশ্ন তিনটি করার উদ্দেশ্য ছিল—রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট কোনো গায়েবী সূত্রের সংযোগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। প্রশ্ন তিনটি ছিল (১) আসহাবে কাহাফ কারা? (২) খিযির আ. ও মূসা আ.-এর ঘটনার তাৎপর্য কি? (৩) যুলকারনাইনের ঘটনা কি? আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের জবাবীতে এ তিনটি প্রশ্নের জবাব দানের সাথে সাথে তৎকালীন মক্কার কাফের-মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তার সাথে এর সামঞ্জস্য দেখিয়ে দিয়েছেন। আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বক্তব্য হলো—

আসহাবে কাহাফ তাওহীদে বিশ্বাসী বর্তমান মুসলমানদের মতোই একটি ক্ষুদ্র দল ছিল। আর তাদের জাতির লোকেরাও মক্কার বর্তমান কাফির মুশরিকদের মতো পরকালে অবিশ্বাসী ছিল। তাওহীদে বিশ্বাসী এ ক্ষুদ্র দলটি তাদের জাতির প্রবল প্রতাপ ও শক্তির নিকট মাথা নত করতেন। তারা তাদের ঈমান রক্ষার জন্য সবকিছু ত্যাগ করে দেশ থেকে বের হয়ে গেছে। সুতরাং মুসলমানদেরও নীতি হবে আসহাবে কাহাফ-এর মতো। কোনো অবস্থাতেই বাতিল শক্তির সামনে মাথা নত করা যাবে না। প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করতে হবে। এ কাহিনী পরকাল বিশ্বাসের সত্যতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। তারা যেমন আল্লাহর হুকুমে এক দীর্ঘকাল মৃত্যুর মহা নিদ্রায় নিমজ্জিত থেকে পুনর্জীবন লাভ করেছে তেমনি আল্লাহর কুদরতে মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ কোনোরূপ অসম্ভব কিছু নয়। অথচ মক্কার কাফির মুশরিকরা এই পরকালকে অস্বীকার করছে।

সূরার শুরুতে আসহাবে কাহাফের কাহিনীর সূত্র ধরে ক্ষুদ্র নওমুসলিম জামায়াতের লোকদের প্রতি মক্কার কুরাইশ নেতাদের যুলুম-নির্যাতন সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মক্কার এ যালেমদের সাথে কোনো প্রকার সমঝোতা করা যাবে না এবং নিজেদের এ গরীব সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে মুশরিক বড়লোকদের গুরুত্বও আদৌ স্বীকার করা যাবে না। অপরদিকে মুশরিকদেরকেও নসীহত করা হয়েছে যে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরাম-আয়েশে মেতে না উঠে পরকালের চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্যই তোমাদের কাজ করা উচিত।

এ আলোচনার প্রসঙ্গে খিযির ও মূসা আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের চোখের আড়ালে আল্লাহ তাআলার এ বিশাল জগতের কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা চলছে অথচ তোমরা মনে করছো যে, এটা বুঝি মন্দ হয়ে গেল বা এটা এভাবে না হয়ে অন্যভাবে হলে বুঝি ভাল হতো; কিন্তু তোমাদের চোখের পর্দা সরে গেলে তোমরা বুঝতে পারতে যে, তোমরা যাতে খারাবী দেখতে পাও তাতেই রয়েছে কোনো না কোনো কল্যাণ।

অতপর যুলকারনাইনের কাহিনী উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সামান্য ক্ষমতা-কর্তৃত্ব লাভ করেই তোমরা এটাকে স্থায়ী ও অক্ষয় মনে করে নিয়েছো অথচ যুলকারনাইন এত বড় শাসক ও দিগ্বিজয়ী হয়েও নিজের অবস্থাকে কখনো ভুলে যাননি এবং নিজের মা'বুদের সামনে মাথা নত করে দিয়েছেন। তিনি দুনিয়ার সর্বাধিক সুরক্ষিত প্রাচীর

তৈরী করেও মনে করতেন যে, আসল ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর। আল্লাহর ইচ্ছা যতদিন থাকবে ততদিন এ প্রাচীর শত্রুকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। আর যখন তাঁর ইচ্ছা অন্যরূপ হবে তখন এতে ফাটল ও ছিদ্র ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না।

এভাবে কাফিরদের প্রশ্নগুলোকে তাদের প্রতি উল্টে দিয়ে উপসংহারে সূরার প্রাথমিক কথাগুলো গুনিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও আখিরাত নিসন্দেহে সত্য। তোমাদের কল্যাণ এতেই নিহিত। এতে বিশ্বাস করে এর আলোকে তোমাদের জীবন গড়ে নিলে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত কল্যাণময় হবে, নচেৎ তোমাদের এ জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।



রুকু'-১২

১৮. সূরা আল কাহফ-মাক্কী

আয়াত-১১০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ

১. সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দাহর জন্য আল-কিতাব নাযিল করেছেন এবং তার জন্য বক্রতা রাখেননি। ১

② قِيمًا لِّبَيْنَرَبَّاسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

২. (এ কিতাব) সুপ্রতিষ্ঠিত যাতে করে তা তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দেয় এবং সুখবর দেয় মু'মিনদেরকে যারা

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ ③ مَا كَثِيرٌ فِيهِ اَبْدًا ۖ

নেক কাজ করে—অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম বদলা রয়েছে।

৩. তাতে তারা চিরদিন অবস্থানকারী।

④ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ ⑤ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا

৪. আর তাদেরকেও সতর্ক করে দেয়, যারা বলে—আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। ২

৫. এতে তাদের তো কোনো জ্ঞান-ই নেই, আর না ছিল

① الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; اللَّهُ-সেই আল্লাহর ; الَّذِي-যিনি ; أَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; لَمْ-এবং ; وَ-আল-কিতাব ; عَبْدُهُ-তাঁর বান্দাহর ; الْكِتَاب-আল-কিতাব ; عِوَجًا-কোনো বক্রতা ; ② قِيمًا (এ কিতাব) সুপ্রতিষ্ঠিত ; بَيْنَرَبَّاسًا-আযাব সম্পর্কে ; شَدِيدًا-কঠিন ; يُبَشِّرُ-সুখবর দেয় ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদেরকে ; الَّذِينَ-যারা ; الصَّالِحَاتِ-নেক কাজ ; أَنَّ-অবশ্যই ; يَعْمَلُونَ-তাদের জন্য রয়েছে ; أَجْرًا-বদলা ; حَسَنًا-উত্তম ; ③ مَا كَثِيرٌ-তারা অবস্থানকারী ; اَبْدًا-চিরদিন ; ④ وَيُنذِرَ-সতর্ক করে দেয় ; الَّذِينَ-তাদেরকেও ; قَالُوا-বলে ; اتَّخَذَ-গ্রহণ করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَلَدًا-সন্তান ; ⑤ مَا-নেই ; وَلَا-না ছিল ;

১. অর্থাৎ এমন কোনো কথা নেই যা বুঝতে পারা এবং সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব হতে পারে ; বরং এতে রয়েছে সত্য-সরল পথের দিক-নির্দেশনা। আর

لَا بَأْسَ بِكَبَرْتُمْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

তাদের বাপ-দাদাদের^৭ তা-তো জঘন্য কথা যা তাদের মুখ থেকে বের হয় ; তারা (এতে) মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না ।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ ۝ الْحَذِيثَ آسَفًا ۝

৬. আপনিতো সম্ভবত তাদের পেছনে আক্ষেপ করতে করতে আপনার নিজের জীবন শেষকারী হয়ে যাবেন,^৮ তারা এ কথায় ঈমান না আনে ।

কথা ; কَلِمَةً-তা-তো জঘন্য ; كَبَرْتُمْ-তাদের বাপ-দাদাদের-(ل+اباء+هم)-لَا بَأْسَ-
- إِنْ يَقُولُونَ-তাদের মুখ-(افواه+هم)-افواههم-থেকে ; تَخْرُجُ-যা বের হয় ;
তারা-তো বলে না ; كَذِبًا-মিথ্যা ; ۝-আপনিতো (ف+لعل+ك)-فَلَعَلَّكَ-
সম্ভবত ; بَاخِعٌ-শেষকারী হয়ে যাবেন ; نَفْسَكَ-(نفس+ك)-آسَفًا-আপনার জীবন ;
عَلَىٰ-তাদের পেছনে ; آثَارِهِمْ-তারা ঈমান না আনে ; لَمْ يُؤْمِنُوا-যদি ;
-آسَفًا-আক্ষেপ করতে করতে । (ال+حديث)-الحديث-এ-(ب+هذا)-بِهَذَا

এমন কোনো অযৌক্তিক কথাও নেই যা কোনো সত্য প্রিয় সত্যপথের সন্ধানী লোকের পক্ষে মনে নেয়া সম্ভব নয় ।

২. অর্থাৎ সেসব লোককে সতর্ক করে যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে মনে করে । ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও আরবের মুশরিকদের বিশ্বাস এমনই ছিল ।

৩. অর্থাৎ ‘আল্লাহর সন্তান রয়েছে’ বলে যারা বলে বেড়ায়—তারা এটা কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে বা জেনে-শনে বলে না ; বরং অন্ধ ভক্তির বাড়াবাড়ির ফলেই তারা এসব কথা বলে বেড়ায় । আর তাদের বাপদাদারাও যদি এমন কথা বলে থাকে তারাও অজ্ঞতার ফলেই বলে থাকবে । এটা যে কত বড় মূর্খতা এবং সকল জগতের শ্রষ্টা ও প্রতিপালক সম্পর্কে কত বড় বে-আদবীমূলক কথা তা বুঝার জ্ঞানও তাদের নেই ।

৪. দীনের দাওয়াতে রাসূলুল্লাহ স. কেমন ব্যতিব্যস্ত থাকতেন এবং দীনের দাওয়াত গ্রহণ না করায় মানুষের জন্য কেমন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতেন—এ আয়াতে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ স. স্বয়ং ও তাঁর সংগী-সাথীদের উপর যে যুলম-নির্যাতন চলছিল, তার জন্য তিনি দুঃখিত ও ব্যথিত ছিলেন না ; বরং তিনি দুঃখিত ছিলেন এজন্য যে, মানুষকে গুমরাহী ও নৈতিক অধপতনের চরম লাঞ্ছনা থেকে তিনি মুক্ত করতে চেষ্টা করছেন । কিন্তু তারা তা থেকে মুক্তি চাচ্ছে না । তিনি তো নিশ্চিত ছিলেন যে, এ অধপতনের পরিণাম অনিবার্য ধ্বংস ও আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া অন্যকিছু নয় ; তাই তিনি মানুষকে এ থেকে রক্ষা করার জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন ; কিন্তু তারা আল্লাহর আযাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছে ।

রাসূলুল্লাহ স.-এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেই এ আয়াতে তাঁকে সাবুনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব লোক ঈমান না আনলে কি আপনি আপনার জীবন শেষ করে দেবেন ? আপনার

① إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

৭. আমি অবশ্যই যমীনে যা আছে তাকে তার (যমীনের) জন্য সাজ-সজ্জার উপকরণ করে দিয়েছি যেন আমি তাদেরকে (মানুষকে) পরীক্ষা করতে পারি—কে তাদের মধ্যে কাজে বেশী ভালো।

② وَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ③ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ

৮. আর আমি অবশ্যই এর (যমীনের) উপর যা কিছু আছে সবকিছুকে এক গাছপালাহীন মাঠ সমতল যমীন বানিয়ে দেব। ৯. হে নবী! আপনি কি মনে করেন যে, গুহার অধিবাসীরা

①-আমি অবশ্যই ; جَعَلْنَا-করে দিয়েছি ; مَا-যা আছে ; عَلَى الْأَرْضِ-এর (যমীনের) উপর ; لِنَبْلُوهُمْ-তাদের মধ্যে কে ; أَحْسَنُ-বেশী ভালো ; عَمَلًا-কাজে ; ②-আর ; ③-আমি অবশ্যই ; لَجَعَلُونَ-বানিয়ে দেবো ; مَا-যা কিছু আছে সবকিছুকে ; عَلَيْهَا-এর (যমীনের) উপর ; جُرُزًا-গাছপালাহীন ; ④-আপনি কি মনে করেন যে, الْكَهْفِ-গুহার ; أَصْحَابَ-অধিবাসীরা ;

কাজতো শুধু সুসংবাদ দেয়া ও সাবধান করে দেয়া। লোকদেরকে কার্যত মুসলমান বানিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব নয়। আপনি শুধু প্রচারকের দায়িত্বই পালন করুন। যে আপনার কথা মেনে নেবে, তাকে সুসংবাদ দেবেন এবং যে মানবে না, তাকে সতর্ক করে দেবেন।

৫. এখানে কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে, এ যমীনের যেসব সাজ-সজ্জা ও দ্রব্য সম্ভার দেখে তোমরা মুগ্ধ হয়ে এটাকেই চিরস্থায়ী মনে করে বসে আছে— আসলে এটা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য। তোমরা বুঝতেই চাচ্ছনা এটা যে ক্ষণস্থায়ী। যারা তোমাদেরকে এটা বুঝাতে চাচ্ছে তাদের কথা তোমরা শুনতেই রাজী নও। তবে তোমাদের বুঝা উচিত যে, এসব জিনিস শুধুমাত্র আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জন্য দেয়া হয়নি; বরং এসব তোমাদের পরীক্ষার সামগ্রী। এসবের মাধ্যমে তোমাদেরকে বসবাস করতে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যে, তোমাদের মধ্যে কে দুনিয়ার এ চাকচিক্য দেখে নিজের মূল লক্ষ উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে পথহারা হয়ে যায়, আর কে নিজের প্রতিপালকের বন্দগী ও দাসত্বের কথা স্মরণ রেখে সঠিক ও নির্ভুল পথে অগ্রসর হয়। তোমাদের মনে রাখা উচিত যেদিন এ পরীক্ষার কাজ শেষ হবে সেদিন এসব সাজ-সজ্জা ও আরাম-আয়েশের উপাদান ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং এ যমীন তখন গাছপালাহীন ধূসর মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

৬. ‘কাহাফ’ শব্দের অর্থ প্রশস্ত গুহা আর ‘গার’ বলা হয় সংকীর্ণ গুহাকে। ‘আসহাবে কাহাফ’ অর্থ প্রশস্ত গুহার অধিবাসী।

وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ

এবং রাকীমের অধিবাসীরা^১ আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে অতি আশ্চর্য বিষয় ছিল ?^২

১০. যখন কয়েকজন যুবক গুহাতে আশ্রয় নিল।

فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

এবং তারা বললো—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন আর

আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্মের সঠিক ব্যবস্থা করে দিন।

۝ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اِذْنِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ

১১. অতপর আমি তাদেরকে গুহায় ঘুমন্ত অবস্থায় বহু বছর রেখে দিলাম। ১২.

তারপর আমি তাদেরকে পুনঃ জাগিয়ে উঠালাম।

আমার - آيَاتِنَا ; মধ্যে - مِنْ ; ছিল - كَانُوا ; -রাকীমের (ال-রকিম)-ال-রাকিম ; এবং - وَ -
- الْفِتْيَةُ ; আশ্রয় নিল - اَوَى ; যখন - اِذْ ۝ ১০ - অতি আশ্চর্য বিষয় - عَجَبًا ; -রাকীমের
- الْكَهْفِ ; গুহাতে - (ال-কহফ)-إِلَى الْكَهْفِ ; কয়েকজন যুবক - (ال-ফিতীة) -
- آتِنَا - আমাদেরকে - رَبَّنَا ! হে আমাদের প্রতিপালক! - رُبَّنَا ; এবং তারা বললো - (ف+قَالُوا) -
- هَيِّئْ ; আর - وَ ; -رَحْمَةً -রহমত ; -لَدُنْكَ -আপনার নিকট ; -مِنْ -থেকে ; -رَشَدًا -সঠিক ;
-أَمْرِنَا -আমাদের কাজ- (مِنْ+أَمْرِنَا) -আমাদের জন্য ; -رَبَّنَا -আমাদের জন্য ;
-عَلَى -অতপর আমি রেখে দিলাম - فَضَرَبْنَا - (ف+ضَرَبْنَا) -সঠিক - رَشَدًا ;
-فِي الْكَهْفِ - (فِي+الْكَهْفِ) - (তাদের কানের উপর) - (عَلَى+إِذْنِهِمْ) - (তাদের কানের উপর) -
-بَعَثْنَاهُمْ -তারপর - ثُمَّ ۝ ১১ -বহু - عَدَدًا ; -سِنِينَ -বছর ; -وَحَمَلًا -গুহায় ; -إِلَى الْكَهْفِ -
-পুনরায় জাগিয়ে উঠালাম ;

৭. ‘আর-রাকীম’ শব্দের অর্থে মতভেদ রয়েছে। মুফাসসিরীনদের কেউ কেউ এর দ্বারা সেই জনপদ অর্থ গ্রহণ করেছেন যেখানে ‘আসহাবে কাহাফে’র ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ ‘আর-রাকীম’ দ্বারা সেই খোদাই করা পাথর (প্রস্তরলিপি) অর্থ গ্রহণ করেছেন, যা গুহাবাসীদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গুহার মুখে স্থাপন করা হয়েছিল। তবে অধিকাংশের মতে এর অর্থ পাথরের স্মৃতিচিহ্ন তথা স্মারকলিপি হওয়াই গ্রহণযোগ্য।

৮. অর্থাৎ ‘আসহাবে কাহাফ’-এর এ ঘটনাকে আল্লাহর কুদরতের পক্ষে অসাধ্য মনে করার কোনো কারণ নেই। যে আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন ; চাঁদ-সুর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি ও পরিচালনা করেছেন, কয়েকজন লোককে গুহার ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায় দুই-তিনশত বছর রেখে দেয়া এবং যুবক অবস্থায় তাদেরকে আবার জাগ্রত করে তোলা তাঁর কুদরতের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য নয়।

لِنَعْلَمَ أَيَّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

যাতে আমি জেনে নিতে পারি দু'দলের কোনটি তার সঠিক নির্ণয়কারী যা
(সময়কাল) তারা অবস্থান করেছিল।

দু'-(ال+حزبين)-الحزبين-আই-কোনটি ; যাতে আমি জেনে নিতে পারি ; লবী-তার যা ; লবী-তারা অবস্থান করেছিল ;
সঠিক নির্ণয়কারী ; অমদ-সময়কাল।

১ম রুকু' (১-১২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য সত্য-সরল পথের সন্ধান দানকারী কিতাব আল-কুরআন নাখিল করেছেন ; তাই সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

২. আল-কুরআন তার প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতের খোশ খবর এবং তার প্রতি অবিশ্বাসীদের প্রতি আযাব ও গযবের ভয় প্রদর্শনকারী।

৩. জান্নাতবাসী মু'মিনরা অনন্তকাল জান্নাতে বসবাস করবে। তাদেরকে সেখান থেকে আর কখনো বের করে দেয়া হবে না।

৪. যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে মনে করে তারা মুশরিক। যেমন ইয়াহুদীরা উযায়ের আ.-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে এবং খৃষ্টানরা ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে। সুতরাং এ দু'টো জাতিই মুশরিক।

৫. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা জঘন্য মিথ্যাবাদী। সুতরাং এদেরকে কোনোমতেই বিশ্বাস করা যাবে না।

৬. মুহাম্মাদ স. যেমন মানুষকে আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বানকারী তেমনি তাঁর ওয়ারিস তথা ওলামায়ে কিরামের দায়িত্বও মানুষের নিকট আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মানুষকে দীন তথা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করা তাদের দায়িত্ব নয়।

৭. দুনিয়াতে মানুষের জন্য প্রদত্ত সকল নিয়ামতই মানুষকে পরীক্ষা করার উপকরণ। যারা এসব নিয়ামত ভোগ-ব্যবহার করে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে তারা এ পরীক্ষায় সফল হবে।

৮. আল্লাহ তাআলা কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে দুনিয়ার সকল মানুষকে গাছ পালা ও তৃণ-লতাহীন মরুময় হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন—এ সত্যে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। যারা এতে অবিশ্বাস করবে তারা অবশ্যই কাফির। মৌখিক, আন্তরিক ও কার্যত এতে বিশ্বাস রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে।

৯. পুনরুজ্জীবনের সত্যতার বাস্তব প্রমাণ আসহাবে কাহাফের ঘটনা। দুনিয়াতেই তাদেরকে যেমন কয়েকশত বছর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রেখে পুনর্জীবিত করা হয়েছে, তেমনি কিয়ামতের পর দুনিয়ার সকল মানুষকে একই সাথে পুনর্জীবিত করে ময়দানে হাশরে একত্রিত করা আল্লাহর কুদরতের পক্ষে কোনো ভাবেই অসম্ভব নয়।

১০. আল্লাহর রহমত পেতে হলে, আল্লাহর নিকট তা চাইতে হবে। আল্লাহ তাআলা রহমত দানের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত আছেন।

সূরা হিসেবে রুকু'-২
পারা হিসেবে রুকু'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
۱৩. (হে নবী!) আমি তাদের ঘটনা আপনার কাছে সঠিকভাবে বর্ণনা করছি ;
তারাতো ছিল কয়েকজন যুবক—তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿۱৪﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا
এবং আমি তাদেরকে সৎপথে এগিয়ে দিয়েছিলাম ১৪. আর আমি তাদের মনকে মজবুত করে
দিয়েছিলাম—যখন তারা উঠে দাঁড়ালো তখন তারা বললো—আমাদের প্রতিপালকতো

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا

আসমান ও যমীনের প্রতিপালক, আমরা কখনো তিনি ছাড়া কাউকে ইলাহ হিসেবে
ডাকবোনা, (যদি ডাকি) নিসন্দেহে আমাদের বলাটা হবে।

نَبَأَهُمْ - আপনাদের কাহিনী ; -عَلَيْكَ -আপনার কাছে ; -نَقُصُّ -আমি ; ﴿১৩﴾
- (ان+হম) -আমরা ; -انَّهُمْ -সঠিকভাবে ; (ب+আল+হক) -বাস্তবিক ; (نَبَأ+হম)
-তারাতো ছিল ; -بِرَبِّهِمْ -তারা ঈমান এনেছিল ; -آمَنُوا -কয়েকজন যুবক ; -فِتْنَةٌ
-আমি তাদেরকে ; (زِدْنَا+হম) -বর্ধিত ; -وَزِدْنَاهُمْ -এবং ; -و-
এগিয়ে দিয়েছিলাম ; -هُدًى -সৎপথে । ﴿১৪﴾ -আর ; -رَبَطْنَا -আমি মজবুত করে
দিয়েছিলাম ; -قَامُوا -যখন ; -إِذْ -তাদের মনকে ; (عَلَى+قُلُوب+হম) -আমরা
- (رَبُّنَا) -আমাদের প্রতিপালক ; -فَقَالُوا -তখন তারা বললো ; -رَبُّنَا
-আমাদের প্রতিপালক ; -رَبِّ -আসমান ; -السَّمَوَاتِ -আমরা কখনো
- (لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ) -তিনি ; -إِلَهًا -ইলাহ হিসেবে ; -لَقَدْ قُلْنَا
-আমাদের বলাটা হবে ;

৯. আসহাবে কাহাফের সবিস্তার ঘটনা প্রাচীন তাকসীরকারদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এ কাহিনীর সবচেয়ে প্রাচীন সাক্ষ্য পাওয়া যায় সিরিয়ার অধিবাসী জেমস সন্ন্যাসী নামক খ্রীষ্টান পাদ্রীর উপদেশ মালাতে ; যা সুরিয়ানী ভাষায় রচিত। আমাদের প্রাচীন তাকসীরগুলোতে বর্ণিত ঘটনা পাদ্রী কর্তৃক রচিত উপদেশমালায় বর্ণিত ঘটনার সাথে সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার জন্য তাকসীরমূল কুরআন সূরা আল-কাহাফের ১৩ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

إِذَا شَطَطًا ۝ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً

তখন সত্যের বিপরীত । ১৫. (তারা পরস্পর বললো) এরা তো আমাদের জাতি তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া তারা অন্যকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ;

لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

তারা তাদের (মিথ্যা ইলাহদের) সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ কেন নিয়ে আসে না ; অতপর তার চেয়ে অধিক যালিম কে হতে পারে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে ?

وَإِذَا عَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ

১৬. আর যখন তোমরা তাদের এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা তারা করে তাদের থেকে আলাদা হয়েই গিয়েছো, তখন তোমরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নাও, তোমাদের জন্য ছড়িয়ে দেবেন

(- قوم+না)-قَوْمُنَا-এরা তো ; ۝-هَؤُلَاءِ-তখন ; إِذَا-তখন ; আমাদের জাতি ; اتَّخَذُوا-তারা বানিয়ে নিয়েছে ; مِنْ دُونِهِ-(-من+দু+)-তাঁকে ছাড়া অন্যকে ; عَلَيْهِم-তারা কেন নিয়ে আসে না ; لَوْلَا-ইলাহ ; يَأْتُونَ-তাদের সম্পর্কে ; بَيِّنٍ-কোনো প্রমাণ ; سُلْطٰنٍ-(-ب+স+)-অতপর কে হতে পারে ; أَظْلَمُ-অধিক যালিম ; مِمَّنِ-তার চেয়ে যে ; افْتَرٰى-আরোপ করে ; عَلَى-উপর ; اللَّهُ-আল্লাহর ; كَذِبًا-মিথ্যা । ۝-আর ; إِذَا-যখন ; عَزَلْتَهُمْ-তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েই গিয়েছো ; وَمَا-এবং ; يَعْبُدُونَ-পূজা তারা করে ; إِلَّا-ছাড়া ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْكَهْفِ-পাহাড়ের গুহায় ; يَنْشُرُ-ছড়িয়ে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ;

১০. অর্থাৎ তারা যখন যথাযথভাবে ঈমান আনলো আল্লাহ তাদেরকে এ পথে অবিচল থাকার শক্তি সাহস ও দৃঢ়তা দিলেন। ফলে তারা কঠিন বিপদেও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে গেল, কিন্তু বাতিলের সামনে মাথা নতো করতে রাজী হলো না।

১১. যে সময়ে 'আসহাবে কাহাফ' দীন ও ঈমানের খাতিরে নিজেদের জনপদ থেকে পালিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, সে সময় তাদের কাওম মূর্তিপূজা ও যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। তারা সেখানে তাদের পূজ্য দেবীর এক বিরাট মন্দির তৈরী করেছিল। যে মন্দিরে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ দেবীর পূজার উদ্দেশ্যে সেখানে ভীড় জমাতো। সেখানকার যাদুবিদ্যার খবর সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিশর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার যাদু ও তন্ত্রমন্ত্রের কারবারে ইয়াহুদীদেরও এক বিরাট অংশ ছিল। শিরক, মূর্তীপূজা ও কুসংস্কারপূর্ণ এ পরিবেশে অল্পসংখ্যক মু'মিনের অবস্থা অত্যন্ত

رَبِّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهْدِي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرَفَقًا ۝ وَتَرَى

তোমাদের প্রতিপালক তাঁর রহমত থেকে এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ-
কর্মকে সহজ সাধ্য করার ব্যবস্থা করে দেবেন। ১৭. আর তুমি দেখবে^{১২}

الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوَرُّ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ

সূর্যকে, যখন তা উদিত হয় তখন তাদের গুহা থেকে সরে যায় ডানদিকে,
আর যখন তা অস্ত যায়

تَقْرُضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

তখন তাদেরকে বামে রেখে অতিক্রম করে অথচ তারা তার (গুহার) বিরাট জায়গায় পড়েছিল,^{১৩} এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর শামিল ;

তাঁর রহমত ; (من+رحمة+ه)-مَنْ رَحْمَتِهِ ; তোমাদের প্রতিপালক ; (رب+كم)-رَبُّكُمْ
 (+من)-مَنْ أَمْرِكُمْ ; তোমাদের জন্য ; لَكُمْ ; এবং ; وَ
 -تُرَى ; আর (و٩٧) ; -مَرْقُفًا ; তোমাদের কাজ-কর্মকে ; (امر+كم)-
 -تَزُورُ ; তা উদিত হয় ; طَلَعَتْ ; যখন ; إِذَا-السُّنُسُ ;
 -ذَاتَ الْيَمِينِ ; তাদের গুহা থেকে ; كَهْفِهِمْ-كَهْفُ هُمْ ; থেকে ; عَنْ-
 -تَقْرُضُهُمْ ; তা অন্ত যায় ; غَرَبَتْ ; যখন ; إِذَا-و-الْإِيمَانِ ;
 -و- (ذات+ال+شمال)-ذَاتَ الشَّمَالِ ; তাদেরকে অতিক্রম করে ;
 -مَنْهُ ; তারি জায়গায় পড়েছিল ; (فِي+فَجْوَةٍ)-فِي فَجْوَةٍ ; তারা-هُمْ ;
 -الْحَلَّ-آلِهَ ; নিদর্শনাবলীর ; آيَةٍ ; শামিল ; مِنْ-ذَلِكَ ; (গুহার)

নাজুক হয়ে পড়েছিল। তারা এ অবস্থায় বলে উঠেছিল—“আমাদের উপর তাদের হাত পড়লে তারা আমাদেরকে শেষ করে দেবে অথবা জোরপূর্বক তাদের ধর্মে ফিরে-যেতে বাধ্য করবে।” এহেন পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্য পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল।

১২. এখানে ১৬ আয়াতের শেষে পারস্পরিক এ প্রস্তাবের পর যে মূল কথাটি উহ্য রয়েছে তা হলো—অতপর তারা শহর থেকে বের হয়ে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলো যাতে পাথরের আঘাতে নিহত হতে না হয় অথবা জোরপূর্বক শিরকী ধর্মে ফিরে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৩. এ থেকে বুঝা যায় যে, পাহাড়ের গুহার মুখ উত্তরদিকে ছিল। সূর্যের আলো কোনো সময়ই গুহার ভেতরের দিকে পৌঁছত না এবং সেদিক দিয়ে যাতায়াতকারীরাও গুহার ভেতর কি আছে তা দেখতে পেতো না।

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمْ يَهْدِ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

যাকে আল্লাহ হিদায়াত দেন সে-ই একমাত্র হিদায়াত প্রাপ্ত আর যাকে তিনি গুমরাহ করেন অতপর আপনি তার জন্য কখনও পথ প্রদর্শক অভিভাবক পাবেন না।

الْمُهْتَدِ ; সে-ই (ফ+হে) -فَهُوَ ; আল্লাহ -اللَّهُ ; হিদায়াত দেন ; يَهْدِ -যাকে ; مَنْ-যাকে ; يَضِلُّ -তিনি গুমরাহ ; وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; تَجِدَ -অতপর আপনি কখনো পাবেন না ; لَهُ-তার জন্য ; وَلِيًّا-অভিভাবক ; مُرْشِدًا-পথ প্রদর্শক।

২ রুকু' (১৩-১৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বান্দাহ যখন দৃঢ়তার সাথে ঈমানের পথে যাত্রা শুরু করে আল্লাহ তখন সে পথে দৃঢ় থাকার শক্তি বাড়িয়ে দেন এবং এগিয়ে যাওয়া সহজ করে দেন।

২. আল্লাহ সমস্ত আসমান-যমীন ও সমস্ত মাখলুকের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। অতএব আমাদেরকে আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ মেনে নিয়ে তাঁরই আদেশ-নিষেধের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করতে হবে।

৩. ঈমানী জীবন যাপনের প্রয়োজনে সবকিছু পরিত্যাগ করাই ঈমানের দাবী।

৪. ঈমানের প্রশ্নে বাতিলের সাথে কোনো সমঝোতা বা আপোষ করা যাবে না।

৫. মু'মিনের সামনে যদি এমন পরিস্থিতি এসে পড়ে যে, ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে আসহাবে কাহাফের পথ অবলম্বন করতে হবে।

৬. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে, আসহাবে কাহাফের কাহিনী তার অকাট্য প্রমাণ।

৭. দীনের পথে হিদায়াত লাভ করার সৌভাগ্য তারাই লাভ করতে পারে, আল্লাহ যাদেরকে তাওফীক দেন।

৮. আল্লাহ যাদেরকে পঞ্চদ্রষ্ট করেন, তাদের হিদায়াত লাভে কেউ সাহায্য করতে পারে না।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩
পারা হিসেবে রুকু'-১৫
আয়াত: সংখ্যা-৫

١٦) وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

১৮. আর তুমি তাদেরকে (দেখলে) জাগ্রত মনে করবে অথচ তারা ঘুমন্ত ; এবং আমি তাদেরকে পাশ ফিরাতাম কখনো ডানে

وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ

আবার কখনো বামে ;^{১৪} আর তাদের কুকুরটি তার সামনের পা দু'টো গুহার মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল ; তুমি যদি উঁকি দিয়ে দেখতে

عَلَيْهِمْ لَوْلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ۖ وَلَمِلْتُ مِنْهُمْ رَعْبًا ۖ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ

তাদের প্রতি (তবে) পেছন ফিরে অবশ্যই পালিয়ে আসতে এবং তাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়তে।^{১৫} আর এভাবে আমি তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম।^{১৬}

و-আর ; اِنْقَاطًا -জাঘত ; تَحْسَبُ(هم)-তুমি তাদেরকে মনে করবে ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; رُقُودٌ -শ্রুশ্রুত ; و-এবং ; نَقْلِبُهُمْ(هم)-আমি তাদেরকে পাশ ফেরাতাম ; ذَاتِ -কখনো ; الْيَمِينِ(ال+يمين)-ডানে ; وَ-আবার ; ذَاتِ -কখনো ; كَلْبِهِم(هم)-তাদের কুকুরটি ; وَ-আর ; الْشِّمَالِ(ال+شمال)-বাঁমে ; وَ-আর ; كَلْبَهُمْ(هم)-তাদের কুকুরটি ; ذِرَاعِيْهِ(ذراعى+ه)-তার সামনের পা দু'টো ; حَذِيضَةٍ -ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল ; بِالسَّيْرِ(ب+ال+وسيد)-গুহা মুখে ; لَوْ-যদি ; اَطَّلَعْتُ -উঁকি দিয়ে দেখতে ; عَلَيْهِمْ(من+هم)-তাদের প্রতি ; لَوَلَيْتُ(তবে) অবশ্যই পেছন ফিরে আসতে ; عَلَيْهِمْ(من+هم)-তাদের থেকে ; فَرَارًا -পালিয়ে ; وَ-এবং ; لَوْلَا-ভীত হয়ে পড়তে ; عَلَيْهِمْ(من+هم)-তাদের থেকে ; وَ-আর ; كَذَلِكَ -এভাবে ; بَعْثُنَاهُمْ(بعثنا+هم)-আমি তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম ;

১৪. অর্থাৎ বাইরে থেকে কেউ উঁকি দিয়ে দেখলে সময় সময় তাদের পাশ ফেরানোর কারণে তাদেরকে জখাত মনে করতো, তারা যে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে আছে এটা মনেই করতো না।

১৫. অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্য ভাগে এক অঙ্ককার গুহার ভেতরে অবস্থানকারী কয়েকজন মানুষ ও গুহার মুখে বসে থাকা কুকুর দেখলে তাদেরকে আত্মগোপনকারী ডাকাত মনে করে

لَيْتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ

যেন তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ; তাদের মধ্য থেকে এক কথক জিজ্ঞেস করলো “তোমরা কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলে ?” অন্যরা বললো “আমরা অবস্থান করেছি একদিন অথবা

بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ

একদিনের কিছু অংশ” তারা (পুনঃ) বললো, তোমরা যে (কতক্ষণ) অবস্থান করেছো তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন, এখন তোমাদের একজনকে পাঠাও

يُورِقُكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْكُلُوا

শহরে তোমাদের এ মুদ্রাসহ সে যেন যাঁচাই করে দেখে যে, কোন্টা উত্তম খাদ্য হিসেবে, অতপর তোমাদের জন্য নিয়ে আসে

بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلِيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٣٩﴾ إِنَّهُمْ رَانَ

তা থেকে কিছু খাদ্য আর সে যেন সতর্ক থাকে এবং কাউকে তোমাদের সম্পর্কে
কখনো জানতে না দেয়। ২০. নিশ্চয় তাদের নিকট যদি

- قَالَ ; (বিন+হম)-একে অপরকে ; যেন-لَيْتَنَاءُ-لَوْ
 - جِئْتُمْ جِئْتُمْ-এক কথক ; (من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ;
 - كَتَمْتُمْ-এ অবস্থায় ছিলে ; (رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ;
 - بِمَا لَبِثْتُمْ-ভাল জানেন ; (ب+ما+لَبِثْتُمْ)-তোমরা যে (কতক্ষণ) অবস্থান করেছো তা
 - فَبِأَعْيُوثُوا ; (ب+مُورِقْتُمْ)-তোমাদের একজনকে ; (ف+لَيْنِظُرْ)-সে যেন যাচাই করে দেখে যে ;
 - أَزْكَى-উত্তম ; (ف+لِيَأْتِيَكُمْ)-অতপর তোমাদের জন্য নিয়ে আসে ;
 - لِيَلْطَفُ-সে যেন (ب+رِزْقٍ)-কিছু খাদ্য ; (ب+رِزْقٍ)-তোমাদের মুদ্রাসংহ ;
 - سَتَرَكُمْ-তোমাদের সতর্ক থাকে ; (ب+رِزْقٍ)-কিছু খাদ্য ; (ب+رِزْقٍ)-তোমাদের
 - سَمَّيْتُمْ-তোমাদের সতর্ক থাকে ; (ب+رِزْقٍ)-কিছু খাদ্য ; (ب+رِزْقٍ)-তোমাদের
 - سَمَّيْتُمْ-তোমাদের সতর্ক থাকে ; (ب+رِزْقٍ)-কিছু খাদ্য ; (ب+رِزْقٍ)-তোমাদের

লোকেরা অবশ্যই পাশিয়ে যেতো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের অবস্থান মানুষের নিকট গোপন থাকার এটাও অন্যতম প্রধান কারণ যে, ভেতরের অবস্থা জানার সাহস কারো হয়নি।

يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا

তোমাদের (অবস্থান) সম্পর্কে প্রকাশ হয়ে যায়, তোমাদেরকে তারা পাথর মেরে মেরেই ফেলবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আর তোমরা কখনো সফল হবে না

إِذَا أَبَدًا ۝ وَكَذَلِكَ أَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ

এরূপ ঘটলে। ২১. আর এভাবে আমি তাদের সম্পর্কে প্রকাশ করে দিলাম (শহর বাসীদের নিকট) যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদাই সত্য এবং অবশ্যই

السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذِ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا

কিয়ামত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই; যখন তারা (শহরবাসীরা) নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিলো তাদের (গোহাবাসীদের) বিষয় নিয়ে তখন তারা (শহরবাসীরা) বললো—তোমরা তৈরী করো

প্রকাশ হয়ে যায়; -عليكم- (আপনাদের)-তোমাদের (অবস্থান) সম্পর্কে; -يُظْهِرُوا- অথবা; -يَرْجُمُوكُمْ- (আপনাদের)-তোমাদেরকে মেরে ফেলবে; -يُعِيدُوكُمْ- (আপনাদের)-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে; -فِي مِلَّتِهِمْ- (আপনাদের)-তোমাদের ধর্মে; -وَلَنْ تُفْلَحُوا- তোমরা সফল হবে না; -إِذَا- এরূপ ঘটলে; -وَكَذَلِكَ- কখনো; -أَعَثَرْنَا- আমি প্রকাশ করে দিলাম; -أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ- (আপনাদের)-তোমাদের সম্পর্কে; -لِيَعْلَمُوا- যাতে তারা জানতে পারে; -وَأَنَّ السَّاعَةَ- (আপনাদের)-তোমাদের মধ্যে; -يَتَنَازَعُونَ- বিতর্ক করছিল; -فَقَالُوا- (আপনাদের)-তোমাদের মধ্যে; -ابْنُوا- তোমরা তৈরি করো;

১৬. অর্থাৎ তাদেরকে গুহার ভেতর নিদ্রিত অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে শুইয়ে রাখা এবং দীর্ঘকাল পর আবার জাগিয়ে দেয়া আমার কুদরতের প্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যেই ছিলো।

১৭. সুরিয়ানী ভাষায় রচিত জনৈক পাদ্রীর উপদেশ বাণীর বর্ণনা অনুসারে আসহাবে কাহাফের যে লোকটি তাদের নিকট রক্ষিত পুরাতন মুদ্রা নিয়ে শহরে খাদ্য কেনার জন্য গিয়েছিল, তাকে এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও তার হাতের পুরাতন মুদ্রা যা তখন অচল হয়ে গেছে এসব দেখে লোকেরা তাকে শাসক কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করলো। কারণ লোকটির চাল-চলন ও বেশভূষা তাদের নিকট অত্যন্ত বিস্ময় বলেই মনে হলো। সেখানে প্রমাণ হলো যে, এতো ঈসা আ.-এর সেই অনুসারীদের একজন যারা দুইশত বছর আগে তৎকালীন মূর্তিপূজক শাসক ও জাতির ভয়ে ঈমান রক্ষার জন্য দেশ থেকে

عَلَيْهِمْ بَنِيَانًا رَّبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهُمْ

তাদের (গুহাবাসীদের) উপর একটি দেয়াল ; তাদের প্রতিপালকই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন ;^{১৯} যারা নিজেদের মতে প্রাধান্য পেলো^{২০} তারা বললো—

عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; بَنِيَانًا-একটি দেয়াল ; رَّبُّهُمْ-(রব+হম)-তাদের প্রতিপালকই ; اَعْلَمُ-ভালো জানেন ; الَّذِيْنَ-(ব+হম)-তাদের সম্পর্কে ; قَالَ-বললো ; يَارَا-যারা ; غَلَبُوْا-প্রাধান্য পেলো ; عَلٰى اَمْرِهُمْ-(এলী+আমর+হম)-নিজেদের মতে ;

পালিয়ে গিয়েছিল। এ দুইশত বছরে যে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে তা তাদের জানা নেই। মূর্তিপূজক জাতি যে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এতদিনে সমাজ সভ্যতা যে আমূল বদলে গেছে তা-ও তাদের জানা নেই। শহরবাসীরা ও শাসক কর্তৃপক্ষ দুইশত বছর পর তাদের হঠাৎ আবির্ভাবে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল। তারা তাকেসহ গুহার নিকট পৌছল। গুহায় অবস্থানকারী অন্যরা তাদের জাতির লোকদের পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদেরকে সালাম দিয়ে শুয়ে পড়লো এবং মৃত্যুবরণ করলো।

১৮. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে যে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ-সংশয় রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য আসহাবে কাহাফের এ ঘটনাই সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুরিয়ানী বর্ণনা অনুসারে আসহাবে কাহাফের পলায়নকালে এবং পরবর্তীতে খৃষ্টধর্মের প্রসার লাভের পরও লোকদের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় বিরাজমান ছিল। খৃষ্টধর্মেও পরকাল সম্পর্কে হযরত ঈসা আ.-এর বরাতে যা প্রচলিত আছে তা নিতান্ত দুর্বল ছিল। এসব কারণে পরকাল অবিশ্বাসকারীদের দল শক্তিশালী ছিল। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে আসহাবে কাহাফের জীবিত হয়ে উঠার ঘটনা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন লাভের বিশ্বাসকে সত্য ও অনস্বীকার্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯. একথাগুলো ছিল তৎকালীন খৃষ্টান ধর্মের সৎলোকদের কথা। কথার ধরন থেকে এটাই বুঝা যায়। তাদের মত ছিল—এইলোকগুলো যেভাবে গুহার মধ্যে শুয়ে আছে তাদেরকে সেভাবেই থাকতে দাও এবং গুহার মুখে একটি দেয়াল দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দাও। এদের সম্পর্কে এদের প্রতিপালকই ভালো জানেন—এরা কারা কোন্ মর্যাদার মানুষ তা আমাদের জানার কোনো সুযোগ নেই।

২০. ‘আল্লাহীনা গালাবু আলা আমরিহিম’ বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা তৎকালীন খৃষ্টান সমাজের কর্ণধার ছিল। খৃষ্টান পাদ্রীরা এবং শাসকবৃন্দ এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালীন খৃষ্টান সৎলোকেরা এদের মুকাবিলায় ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের এ সময়কালে তাদের মধ্যে শিরক, ওলী-দরবেশ পূজা ও কবর পূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল। আর এটা শুরু হয়েছিল গীর্জার দায়িত্বশীল পাদ্রী এবং শাসককূলের যৌথ প্রচেষ্টায়। ৪৩১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র খৃষ্টান জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি সভা আহ্বান করে সেখানে ঈসা আ.-এর খোদা হওয়া এবং মরিয়ম আ.-কে খোদার মা হওয়ার আকীদা-বিশ্বাসকে গীর্জার মাধ্যমে সরকারী আকীদা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। আর তৎকালীন

لَتَتَّخِذَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ

আমরা অবশ্যই তাদের পাশে একটি মাসজিদ বানাবো। ২২. তারা কতেক বলবে—(তারা তিনজন ছিল), তাদের চতুর্থ ছিল তাদের কুকুর ;

وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ

আর (তাদের) কতেক বলবে—(তারা) পাঁচ জন (ছিল), তাদের ষষ্ঠ ছিল তাদের কুকুর' গায়েব সম্পর্কে আদায়-অনুমান করে ; আর (তাদের) কতেক বলবে—(তারা) সাতজন (ছিল)

لَتَتَّخِذَنَ-আমরা অবশ্যই বানাবো ; عَلَيْهِمْ-তাদের পাশে ; مَسْجِدًا-একটি মাসজিদ । رَابِعًا-(+)-রابعُهُمْ-তারা কতেক বলবে ; ثَلَاثَةٌ-(তারা) তিনজন (ছিল) ; سَيَقُولُونَ- ۖ ۙ- يَقُولُونَ ; وَ-আর ; كَلْبُهُمْ-(কল+হম)-তাদের কুকুর ; (ছিল) চতুর্থ (তাদের) কতেক বলবে (তাদের) কতেক বলবে ; خَمْسَةٌ-(তারা) পাঁচজন (ছিল) ; سَادِسُهُمْ-(سادس+হম)-তাদের ষষ্ঠ ছিল ; رَجْمًا-আন্দাজ-অনুমান করে ; بِالْغَيْبِ-গায়েব সম্পর্কে ; (ب+ال+غيب)-আর ; يَقُولُونَ-(তাদের) কতেক বলবে ; سَبْعَةٌ-(তারা) সাতজন (ছিল) ;

সমাজের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বও এসব মুশরিকদের হাতেই ছিল। তারাই আসহাবে কাহাফের 'মাকবারা' তৈরি করে তার উপর ইবাদাতখানা বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

২১. এ আয়াত দ্বারা সৎলোকদের কবরের উপর মাসজিদ বানানো ও দালান-কোঠা তৈরি করার বৈধতা প্রমাণ করা একটি বিভ্রান্তি। মূলত এখানে আসহাবে কাহাফের ঘটনার মাধ্যমে পরকাল সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পেশ করার পরও তৎকালীন খৃষ্টান মুশরিক সমাজ যে এটাকে কবর পূজার সুযোগ মনে করে নিয়েছে তাদের সেই গুমরাহীর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কবরের উপর মাসজিদ বানানো, কবরে আলোক সজ্জা করা, মহিলাদের কবর ঘিয়ারত করা ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের সুস্পষ্ট সতর্কবাণী রয়েছে। সিহাহ সিন্তার হাদীসসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে :

“আল্লাহ তাআলা কবর ঘিয়ারতকারী স্ত্রীলোক, কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণকারী এবং বাতিদানকারী লোকদের উপর লা'নত করেছেন।”-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

“সাবধান থাকিও তোমাদের আগের লোকেরা তাদের নবী-রাসূলদের কবরগাহকে ইবাদতের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, আমি এসব কাজ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।”-মুসলিম

وَتَامِنَهُمْ كُلَّهُمْ ۖ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ

এবং তাদের অষ্টম (ছিল) তাদের কুকুর^{২২} (হে নবী !) আপনি বলুন—‘আমার প্রতিপালকই ভাল জানেন তাদের সংখ্যা সম্পর্কে, তাদের (সংখ্যা) একান্ত কম লোক ছাড়া কেউ জানে না ;

فَلَا تَمَارَ فِيهِمُ إِلَّا مُرَاءٌ ظَاهِرٌ أَوْ لَا تَسْتَفْتِ فِيهِمُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ۝

অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না সাধারণ আলোচনা ছাড়া এবং
ওদের (গৃহবাসীদের) সম্পর্কে তাদের কারো নিকট কিছু জানতেও চাইবেন না।^{১৩}

তাদের (كَلْب+هم)-كَلْبُهُمْ ; (হিল) অষ্টম (ثامن+هم)-ثَامْنُهُمْ ; এবং وَ-يَعِدُّهُمْ ; ভাল জানেন ; اَعْلَمُ-আমার প্রতিপালক ; قُل-কুকুর ; (মাইএল+هم)-مَا يَعْلَمُهُمْ ; কেউ জানে না (ب+عدة+هم)-তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ; (ن+لا+تَمَار)-অতএব আপনি (فِي+هم)-فِيهِمْ ; আলাচনা ; مَرَأٍ-ছাড়া ; (فِي+هم)-فِيهِمْ ; তাদের সম্পর্কে ; (فِي+هم)-فِيهِمْ ; জানতেও চাইবেন না ; لا تَسْتَفْتِ-সাধারণ ; وَ-এবং ; (من+هم)-مِنْهُمْ ; (গুহাবাসীদের) সম্পর্কে ; أَحَدًا-কারো ।

“ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন ; তারা তাদের নবী-রাসূলদের কবরগাহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।”-বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ও নাসাঈ।

উল্লেখিত সতর্কবাণীর পরও এ আয়াতের মাধ্যমে কবরে মাসজিদ বা ইমারত বানানোর দলীল পেশ করার চেষ্টা করা গুমরাহী ছাড়া আর কি হতে পারে ?

২২. এ আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরআন মাজীদেদে নাখিল হওয়ার সময় পর্যন্তও আসহাবে কাহাফের ঘটনা সম্পর্কে নির্ভুল ও প্রামাণ্য কোনো তথ্য খৃষ্টান সমাজে ছিল না। যা কিছু সর্ব সাধারণের নিকট প্রচলিত ছিল তা ছিল খৃষ্টান সমাজে প্রচারিত কিংবদন্তী। তা শুধু খৃষ্টানদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল।

২৩. ‘আসহাবে কাহাফের’ সংখ্যা কতজন ছিল সেই ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করতেও নবী স.-কে নিষেধ করার কারণ হলো—তাদের সংখ্যা নিয়ে অনর্থক বিতর্ক করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের প্রকাশ ঘটাননি ; বরং আসহাবে কাহাফের ঘটনার মাধ্যমে যে শিক্ষা পাওয়া যায় সেটাই মূল বিষয়। সুতরাং অনর্থক বিতর্ক বাদ দিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করাই প্রয়োজন। আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে যে শিক্ষাগুলো আমরা লাভ করতে পারি সেগুলো হলো—

(১) মু'মিন ব্যক্তি কোনো অবস্থায়ই সত্য দীন থেকে বিমুখ হতে ও বাতিলের সামনে মাথা নত করতে পারে না।

(২) মু'মিন ব্যক্তি কখনো দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল হতে পারে না। তার নির্ভরতা হবে একমাত্র আল্লাহর উপর।

(৩) সত্য দীন অনুসরণের ব্যাপারে বাহ্যিক পরিস্থিতি যতোই বিপরীত হোকনা কেন, অনুকূল পরিবেশের কোনো লক্ষণ না দেখা গেলেও সত্য দীনের পথে পা বাড়িয়ে দেয়া কর্তব্য।

(৪) এ থেকে এটাও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, প্রাকৃতিক আইনের বিপরীত কাজও আল্লাহ করতে পারেন; তিনি প্রাকৃতিক আইনের অধীন নন। প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন সাধন করে যে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা তিনি ঘটাতে পারেন। যেমন তিনি আসহাবে কাহাফকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত দুইশত বছর নিদ্রিত অবস্থায় রেখে জাগ্রত করেছেন। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ের নিদ্রাবস্থা তাদের নিকট কয়েক ঘণ্টার মতো মনে হয়েছে।

(৫) এ থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতির আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একই সময়ে জীবিত করে হাশরের মাঠে একত্র করতে সক্ষম।

(৬) এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও আমরা পাই যে, জাহেল ও গোমরাহ লোকেরা আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনকে নির্ভুল জ্ঞান লাভের মাধ্যম মনে না করে তাকে অধিক গোমরাহীর উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে। যেমন আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে পরকালে পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের মাঠে একত্রিত করা সম্পর্কে নিসন্দেহে বিশ্বাস লাভ না করে তাদেরকে পূজার একটা মোক্ষম উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ তারা ইতিপূর্বে পীর-ফকীর ও মাজার-কবর পূজার গোমরাহীতে অভ্যস্ত ছিল।

আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে মূলত উল্লিখিত শিক্ষাসমূহই গ্রহণ করাই কর্তব্য ছিল; কিন্তু গোমরাহ লোকেরা তার পরিবর্তে তাদের সংখ্যা কতজন, তাদের নাম কি ছিল, তাদের কুকুরের কি নাম ছিল, তার গায়ের রং কি ছিল ইত্যাদি অনর্থক বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সেসব অনর্থক বিষয় নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন।

৩ রুকু' (১৮-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আসহাবে কাহাফের ঘটনা আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন।

২. আসহাবে কাহাফের ঘটনা দুনিয়াতে প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে সংঘটিত একটি সত্য ঘটনা।

৩. কুরআন মাজীদে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, কুরআন আল্লাহর বাণী। এ কিতাবে উল্লিখিত সকল কথাই আল্লাহর। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবকে সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে হিফায়ত করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজ হাতে নিয়েছেন। সুতরাং আসহাবে কাহাফের ঘটনা নিসন্দেহে বিশ্বাস করা ঈমানের অংগ।

৪. এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই—মু'মিন কোনো অবস্থায়ই সত্য দীন থেকে বিমুখ হয়ে বাতিলের সামনে মাথা নত করতে পারে না।

৫. সকল অবস্থায় মু'মিনের ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর থাকবে। দুনিয়ার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম বা দ্রব্য ও সামগ্রীর উপর থাকবে না।

৬. পরিবেশ-পরিস্থিতি দীনের যতই বিপরীত হোক না কেন এবং অনুকূল পরিবেশের কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও সত্য দীনের পথে পা বাড়িয়ে দেয়া সত্যিকার মু'মিনের কর্তব্য।

৭. আল্লাহ তাআলা কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নন। তিনি প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তন সাধন করে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাতে পারেন।

৮. আসহাবে কাহাফের ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতির আগের ও পরের সকল মানুষকে পুনর্জীবিত করে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৯. গুমরাহ লোকেরা আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন থেকে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ না করে তা থেকে গুমরাহীর উপকরণ খুঁজে বের করে। যেমন আসহাবে কাহাফের জাতির লোকেরা এ ঘটনা থেকে কবর পূজার উপকরণ খুঁজে পেয়েছে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪
পারা হিসেবে রুকু'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ ٢٧. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ

২৩. আর আপনি কোনো জিনিস সম্পর্কে কখনো বলবেন না—“নিশ্চয়ই আমি আগামী কাল এটা করবো।” ২৪. ‘আল্লাহ চাহেতো’ (কথাটি বলা) ছাড়া ;

وَإِذْ كُنَّا رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ

আর স্মরণ করবেন আপনার প্রতিপালককে যদি আপনি ভুলে যান এবং বলবেন—
আশা করা যায় আমার প্রতিপালক আমাকে অধিকতর নিকটবর্তী পথ দেখাবেন

مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ۚ ﴿٢٨﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝

সত্যের—এর চেয়েও ২৫. আর তারা তাদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান
করেছিল—তারা কেউ কেউ আরও নয় (বছর) অধিক বাড়িয়েছে। ২৬

২৩-আর ; لَا تَقُولَنَّ-আপনি কখনো বলবেন না ; لِشَايٍ-কোনো জিনিস সম্পর্কে ;
﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾ ২৭-আগামী কাল ; إِلَّا-ছাড়া ; أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ-নিশ্চয়ই আমি ;
فَاعِلٌ-করবো ; ذَٰلِكَ-এটা ; غَدًا-আগামী কাল ; ২৪-আর ; إِذْ-আপনার প্রতিপালককে ;
نَسِيتَ-আপনি ভুলে যান ; وَقُلْ-এবং ; عَسَىٰ-বলবেন ; أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ-আশা করা যায় ;
مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ২৫-সত্যের ; ২৬-আর ; وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ-তাদের গুহায় তিনশ বছর ;
وَازْدَادُوا تِسْعًا-আরও নয় (বছর) অধিক বাড়িয়েছে ;

২৪. অর্থাৎ ‘কালই অমুক কাজ করবো’—এভাবে কোনো কথা বলবেনা। কারণ, তোমরা জান না যে, কালই কাজটি করতে পারবে কি পারবে না। তোমরা তো গায়েব জান না এবং নিজেদের কাজকর্মে তোমরা এমন স্বাধীন নও যে, যা করতে চাইবে তা করতে সক্ষম হবে। কখনো যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বের হয়েও যায়, সাথে সাথেই আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ‘ইনশাআল্লাহ’ বলবে। আবার তোমরা এটাও জান না—যে কাজ তোমরা করবে বলে ওয়াদা করছো তাতে তোমাদের কোনো কল্যাণ আছে, না অন্য কোনো কাজে তোমাদের কল্যাণ আছে। আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে এভাবেই

﴿١٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

২৬. আপনি বলুন—‘আব্বাহ-ই ভাল জানেন তারা কতো (দিন) অবস্থান করেছিল ; আসমান ও যমীনের গায়েবের ইল্মতো তাঁরই রয়েছে ; তিনি সে সম্পর্কে কতোই না ভাল দ্রষ্টা ও কতোইনা ভাল শ্রোতা ;

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ۝ ٩٩ وَأَنْتَ

তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না। ২৭. আর আপনি পাঠ করে শুনিয়ে দিন^{২৬}

مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَلَكِنْ تَجِدُ

আপনার প্রতিপালকের কিতাব থেকে যা আপনার নিকট ওহী করা হয়েছে ; তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই ; আর কখনো পাবেন না আপনি

مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٥٦﴾ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

তাকে ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল। ২৭. আর আপনি সবর করুন—আপনার নিজেকে তাদের সাথে রাখুন যারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে

৩৬-أَنْتَ-আপনি বলুন ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; عَلَّمَ-ভাল জানেন ; مَا-কতো (দিন) ;
 لَبِثُوا-তারা অবস্থান করেছিল ; لَهُ-তারই রয়েছে ; غَيْبٌ-গায়েবের ইল্ম ;
 السَّمَوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ; أَبْصَرَ-তিনি কতই না ভাল দ্রষ্টা ; بِهِ-
 সে সম্পর্কে ; وَ-ও ; أَسْمِعُ-কতোই না ভাল শ্রোতা ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের ; مِنْ-
 وَ-কোনো অভিভাবক (من+ولى)-مَنْ وَلِيَّ-তিনি ছাড়া (من+دون+و)-دُونَهُ-
 এবৎ ; لَا يُشْرِكُ-তিনি শরীক করেন না (فى+حكم+و)-فِي حُكْمِهِ-নিজ কর্তৃত্বে ;
 أَوْحَى-ওহী ; مَا-আর ; أَنْتَ-আপনি পাঠ করে শুনিয়ে দিন ; وَ-ওহী
 করা হয়েছে ; رَبِّكَ-আপনার প্রতি (رب+ك)-رَبِّكَ-আপনার প্রতি (كلمت+و)-لِكَلِمَتِهِ-
 আপনাকে (كلمت+و)-لِكَلِمَتِهِ-আপনি সবার কর্ত্তা ; مَنْ تَجِدُ-তাঁর বাণীর ; وَ-আর ;
 أَنْفُسَكَ-তাদের যারা (رب+و)-رَبُّهُمْ-ডাকে ; يَدْعُونَ-তাদের প্রতিপালককে ;
 لَهُمْ-তাদের

তোমাদের কথা বলা উচিত যে, আল্লাহ চানতো আমার আল্লাহ এ ব্যাপারে সঠিক কথা বা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে সাহায্য করবেন।

بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْلَمُ عَيْنُكَ عَنْمُ تَرْيَدُ

সকালে ও সন্ধ্যায়, তারা আশা করে তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টি, আর আপনি আপনার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নেবেন না তাদের থেকে ; আপনি কি চান

زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ

দুনিয়ার জীবনের সাজ-সজ্জা ;^{২৫} আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না^{২৬} আমি গাফেল করে দিয়েছি যার মনকে, আমার স্মরণ থেকে এবং সে অনুসরণ করে

بِالْغَدُوَّةِ -সকালে ; (ب+ال+غدوة)-সকালে ; وَالْعَشِيِّ -সন্ধ্যায় ; يُرِيدُونَ -তারা আশা করে ; وَجْهَهُ -তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টি ; وَلَا تَعْلَمُ -ফিরিয়ে নেবেন না ; تَرْيَدُ -আপনি কি চান ; عَنْهُمْ -তাদের থেকে ; (عن+هم)-আপনার দৃষ্টিকে ; عَيْنُكَ -আপনি কি চান ; لَا تُطِيعُ -আপনি আনুগত্য করবেন না ; الدُّنْيَا -দুনিয়ার ; الْحَيَاةِ -জীবনের ; زِينَةَ -সাজ-সজ্জা ; أَغْفَلْنَا -গাফেল করে দিয়েছি ; قَلْبَهُ -যার মনকে ; عَنْ -থেকে ; ذِكْرِنَا -আমার স্মরণ ; وَ -এবং ; اتَّبَعَ -সে অনুসরণ করে ;

২৫. অর্থাৎ গুহাবাসীরা কতজন ছিল এবং তাদের গুহায় অবস্থানের মেয়াদ কতো দিন ছিল তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। তারা তিনজন/পাঁচজন/সাতজন ছিল এবং তাদের অবস্থানকাল তিনশত বছর বা তিনশত নয় বছর ছিল বলে এ লোকেরা মন্তব্য করছে, এর কোনোটাই সঠিক নয়। এ ব্যাপারে বিতর্ক করার কোনো প্রয়োজন নেই।

২৬. এখান থেকে যে বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে তা হলো—তৎকালীন মক্কার মুসলমানদের অবস্থার পর্যালোচনা।

২৭. এখানে বাহ্যত নবী করীম স.-কে সম্বোধন করা হলেও মূলত মক্কার কাফিরদেরকে লক্ষ করে কথাগুলো বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কালামে নিজেদের ইচ্ছা মতো রদবদল, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার কোনো ইখতিয়ার স্বয়ং রাসূলের নেই। তাঁর কাজতো শুধু এতটুকু যে, তাঁর নিকট ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব এসেছে তা পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেয়া। তোমরা যদি মানতে চাও তাহলে গোটা দীনকেই মেনে নিতে হবে ; আর যদি মানতে প্রস্তুত না থাকো তাহলে তারও তোমাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ কালামে তোমাদের ইচ্ছামত কোনো প্রকার বাড়ানো ও কমানোর ক্ষমতা বা সুযোগ কাউকে দেয়া হয়নি। একথাগুলো এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফিররা দাবী করে আসছিল যে, আমরাতো তোমার সবকথাই মেনে নেবো, তবে তোমাকেও আমাদের বাপদাদার ধর্মের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু মেনে নিতে হবে। এটা যদি মেনে নাও তাহলে উভয় ধর্মের মধ্যে একটা সমঝোতার পরিবেশ ও ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের

هُوَ ذُو كَرَانِ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ثُمَّ فَمِنْ شَاءَ

নিজের খেয়াল খুশির এবং তার কাজই হলো সীমালংঘন। ১০ ২৯. আর আপনি বলুন—সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই (এসেছে) অতএব যে চায়

فَلْيُؤْمِنْ وَمِنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۚ أَحَاطَ بِهِمْ

ঈমান আনুক এবং যে চায় কুফরী করুক ; ১১ নিশ্চয়ই আমি তৈরি করে রেখেছি যালিমদের জন্য আগুন— ঘিরে রেখেছে তাদেরকে

- فُرُطًا - তার কাজই ; -كَانَ -হলো ; -و- এবং ; -و- নিজের খেয়াল-খুশির ;
-رَبِّكُمْ ; থেকেই ; -الْحَقُّ -সত্য ; -قُل -আপনি বলুন ; -و- ১০ -আর ;
-و- তোমাদের প্রতিপালকের ; -فَمِنْ -অতএব যে ; -شَاءَ -চায় ;
-فَلْيُكْفُرْ -কুফরী করুক ; -و- এবং ; -و- ঈমান আনুক ; -فَلْيُؤْمِنْ -
-و- নিশ্চয়ই আমি ; -إِنَّا -তৈরি করে রেখেছি ;
-و- যালিমদের জন্য ; -نَارًا -আগুন ; -أَحَاطَ -ঘিরে রেখেছে ; -بِهِمْ -তাদেরকে ;

বন্ধন ময়বুত হবে। কাফিরদের এরূপ দাবীর কথা কুরআন মাজীদে সূরা ইউনুসের ১৫ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

وَإِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ -

“আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয় তখন যারা আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার আশা করে না তারাতো বলে এর পরিবর্তে অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো অথবা এটাকেই রদবদল করে নাও।”

২৮. অর্থাৎ এ কাফিররা যে আপনাকে—ত্যাগী-নিষ্ঠাবান, দরিদ্র মুসলমানদেরকে আপনার সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে দাবী করছে আপনি তাদের কথা অনুসারে কখনো কাজ করবেন না। কারণ, এরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আপনার চারপাশে জমায়েত হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় এরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে ; তাদেরকে আপনার সাথী হিসেবে গ্রহণ করেই আপনার মনকে শান্ত ও পরিভূক্ত করুন ; তাদের দিক থেকে দৃষ্টি কখনো অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবেন না। নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ সাথীদের পরিবর্তে দুনিয়ার জাঁক জমকপূর্ণ স্বার্থ পূজারী লোকদেরকে আপনার চারপাশে ভিড় জমানোর সুযোগ দেয়া কখনো উচিত হবে না। কারণ আল্লাহ বাহ্যিক জাঁকজমক কখনো পসন্দ করেন না। এদের পরিবর্তে নিষ্ঠাবান দরিদ্র মুসলমানরাই তাঁর নিকট অধিক মর্যাদার পাত্র।

২৯. অর্থাৎ তাদের কথা মেনে চলবেন না। তাদের নিকট মাথা নত করবেন না। তাদের ইচ্ছে পূরণ করবেন না। তাদের কথামত কাজ করবেন না। ‘লা তু’তি’ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘ইতায়াত’ শব্দটি দ্বারা উল্লিখিত সকল অর্থই বুঝায়।

سَرَادِقَهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ

যার শিখা ; ৩২ আর তারা যদি পানি চায়, তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা তেলের গাদের মতো, তা ৩৩ তাদের চেহারাগুলোকে ঝলসে দেবে

يُسِّسُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(তা) কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল হিসেবে। ৩০. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে

سَرَادِقَهَا-যার শিখা ; ৩২-আর ; ৩৩-যদি ; يُسْتَغِيثُوا-তারা পানি চায় ; ৩৪-যা (ك+ال+مهل)-কালমেল-এমন পানি ; يُغَاثُوا-তাদেরকে দেয়া হবে ; ৩৫-শিখা-যা তেলের গাদের মতো ; يَشْوِي-তা ঝলসে দেবে ; ৩৬-الْوُجُوه-চেহারাগুলোকে ; ৩৭-بِشَرْابٍ-কতোই না নিকৃষ্ট ; ৩৮-وَسَاءَتْ-এবং ; ৩৯-مُرْتَفَقًا-আশ্রয়স্থল হিসেবে। ৪০-নিশ্চয়ই ; ৪১-الَّذِينَ-যারা ; ৪২-آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; ৪৩-وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ-নেক কাজ করেছে ;

৩০. ‘ফুরতাতা’ শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। এর তাৎপর্য হলো—সত্য দীনকে পেছনে ফেলে ও নৈতিক সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেতাই কাজ করা। অর্থাৎ আত্মাহুতকে ভুলে নিজের ইচ্ছার গোলাম হয়ে চলা। এমন ব্যক্তির সব কাজই সামঞ্জস্যহীন হয়। জীবনের কোনো দিকেই সে সীমার বাঁধনে থাকতে চায় না। এমন লোকের অনুসারীরাও কোনো ব্যাপারে সীমা রক্ষা করতে পারে না এবং যার অনুসরণ করে সে পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণে অনুসারীরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

৩১. অর্থাৎ ‘আসহাবে কাহাফের’ ঈমান যেমন দৃঢ় ও ময়বুত ছিল, সকল যুগের মু’মিন বান্দাহদের ঈমান তেমনই হওয়া উচিত। এখানে নবী কারীম স.-কে লক্ষ করে সে কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—এ মুশরিক সত্য দীনের দুশমনদের সাথে কোনো প্রকার সমঝোতার প্রশ্নই উঠেনা। যে মহাসত্য আত্মাহুতর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে এসেছে, আপনার দায়িত্ব হলো তাদেরকে তা শুনিয়ে দেয়া। তারা যদি তা মেনে নেয় তাতে তাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি না মানে তাহলে তার মন্দ পরিণতি তারাই ভোগ করবে। আর যারা সত্য দীনকে মেনে নিয়েছে তারা কম বয়সী যুবক, সহায়-সম্পদহীন, গরীব-মিসকীন, ক্রীতদাস বা শ্রমিক-মজুর যা-ই হোক না কেন, তারা অবশ্যই তাদের ঈমানের কারণে মর্যাদার পাত্র। তারাই এখানে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। অপরদিকে দীনের দুশমন, বিস্তালালী সরদার, মাতব্বর তাদের কোনো স্থানই এখানে হতে পারে না। দুনিয়ার জাঁকজমক ও বাহাদুরী তাদের যতোই থাকুক আসলে তারা আত্মাহুত সম্পর্কে গাফেল ও নফসের দাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩২. অর্থাৎ যারা সত্য দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা অবশ্যই যালেম। তারা

إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَرْتَمِمْ عَنِ

আমিতো তার কর্মফল বরবাদ করি না, যে কাজের দিক থেকে উত্তম। ৩১. তাদের
জন্যই রয়েছে অনন্তকাল বাসোপযোগী জান্নাত

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাদেরকে সেখানে সাজানো হবে সোনার বালা দিয়ে^{৩৪}

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَيِّفِينَ فِيهَا

এবং তারা মিহি ও মোটা সবুজ রেশমের পোশাক পরবে,
তারা সেখানে হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে

عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مَرْتَفَعًا ۝

উচু আসনে বালিশে, কতোই না চমৎকার বদলা এবং কতো সুন্দর আশ্রয়।^{৩৫}

۱۱-আমিতো ; لَا تُضِيعُ-বরবাদ করি না ; اجْرُ-কর্মফল ; مَنْ-তার যে ; اَحْسَنُ-উত্তম ;
 عَمَلًا-কাজের দিক থেকে । ۱۲-তাদের জন্যই রয়েছে ; اُولَئِكَ لَهُمْ ۱۳-জান্নাত ;
 عَذْنُ-অনন্তকাল বাসোপযোগী ; تَجْرِي-প্রবাহিত ; مِنْ تَحْتِهِمْ-যার তলদেশ দিয়ে ;
 مِنَ اسْفَلَ-নিহরসমূহ ; يَحْلُونَ-তাদেরকে সাজানো হবে ; فِيهَا-সেখানে ; مِنْ اسْفَلَ-
 বাল্য দিয়ে ; مِنْ ذَهَبٍ-সোনার ; وَ-এবং ; يَلْبَسُونَ-তারা পরবে ; ثِيَابًا-পোশাক ;
 خُضْرًا-সবুজ ; مِنْ سُنْدُسٍ-মিহি রেশমের ; وَ-ও ; اسْتَبْرَقٍ-মোটা রেশমের ;
 مُتَكِنِينَ-তারা হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে ; فِيهَا-সেখানে ; عَلَى الْأَرَائِكِ-উঁচু
 আসনে বালিশে ; نَعْمَ-কতোই না চমৎকার ; الثَّوَابُ-বদলা ; وَ-এবং ; جَسْنَتْ-
 কতো সুন্দর ; مُرْتَفَعًا-আশ্রয় ।

এখন থেকেই জাহান্নামের আগুতার মধ্যে পড়ে গেছে এবং জাহান্নামের শিখা তাদেরকে এখন থেকেই ঘিরে ফেলেছে।

৩৩. 'কালমূলি' শব্দ দ্বারা বিভিন্ন অর্থ বুঝানো হয়েছে। কারো মতে এর 'অর্থ তৈলপাত্রের তলানী', কারো মতে এর অর্থ 'আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা' আবার কারো মতে গলিত ধাতু। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ পূঁজ ও রক্ত।

৩৪. আগের কালের রাজা বাদশাহরা যেমন স্বর্ণের কংকন পরতেন, তেমনি জান্নাত-বাসীদের কংকন পরানোর কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে; তাদেরকে জান্নাতে রাজা-

বাদশাহদের পোশাক পরিধান করানো হবে। একজন ঈমানদার ও নেককার ব্যক্তি রাজা-বাদশাহদের মর্যাদায় ভূষিত হবে—দুনিয়াতে সে শ্রমিক মজুর যা-ই থাকুক না কেন। অপর দিকে একজন কাফের ও ফাসেক দুনিয়াতে সে রাজা-বাদশাহ থাকলেও সেখানে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

৩৫. ‘আরারেক শব্দটি ‘আরীকা’ শব্দের বহুবচন। ‘আরীকা’ এমন আসনকে বলা হয় যার উপর গদী বসানো হয়েছে।

৪ রুকু’ (২৩-৩১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সাথে সাথে ‘ইনশাআল্লাহ’ বলতে হবে। যেমন-ইনশাআল্লাহ আমি আগামীকাল অমুক কাজ করবো।

২. অতীতে কোনো কাজ করা হয়েছে—প্রকাশ করার সাথে ‘আল্লাহর রহমতে’ বলতে হবে। যেমন-‘আল্লাহর রহমতে আমি অমুক কাজটি করতে পেরেছি।

৩. কোনো বিষয়ে নিশ্চিত জানা না থাকলে বলতে হবে—‘এ সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভাল জানেন’।

৪. আসমান-যমীনের সমস্ত (গায়েবী ইলম) অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর-ই রয়েছে।

৫. আল্লাহ সবকিছুই শোনেন এবং সব কিছুই দেখেন। তাঁর দেখার বাইরে এবং তাঁর শোনার বাইরে কিছুই নেই।

৬. যাদের কোনো অভিভাবক নেই, তাদেরও অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ।

৭. রাসূলের দায়িত্ব ছিল ওহীর মাধ্যমে আগত আল্লাহর বাণী আল কুরআন মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। রাসূলের ওয়ারিশ তথা ওলামায়ে কিরামের দায়িত্বও আল্লাহর কালাম মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া।

৮. আল্লাহর কালামে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অধিকার কারো নেই। তাঁর কালামের হিফায়ত তিনিই করবেন। তিনি তাঁর কালামের হিফায়ত কিভাবে করবেন তা তিনিই জানেন।

৯. সকল অবস্থায় মু’মিনের শেষ আশ্রয় স্থল একমাত্র আল্লাহ।

১০. মু’মিনের প্রকৃত বন্ধু ও সাহায্যকারী মু’মিনরা-ই হতে পারে। ইয়াহুদী বা নাসারা তথা খৃষ্টানরা মু’মিনের বন্ধু বা সাহায্যকারী কখনো হতে পারে না।

১১. অর্থ-বিত্তের অধিকারী ফাসেক-ফাজের আল্লাহর দীনের বিরোধী ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সম্পদ নয়। মুসলিম উম্মাহর সম্পদ তারাই যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার; যদিও তারা গরীব মিসকীন বা শ্রমজীবী মানুষ হোকনা কেন।

১২. আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার পর তাদের ঈমান আনা বা না আনার জন্য রাসূল দায়ী নন।

১৩. সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর যারা তা অমান্য করবে তারা অবশ্যই যালিম। তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন তৈরি করে রাখা হয়েছে।

১৪. জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পানি চাইলে তাদেরকে তৈল পাত্রের তলানীতে পড়ে থাকা গাদের মতো পানি দেয়া হবে। যা তাদের মুখমণ্ডলকে ঝলসে দেবে।

১৫. মু'মিনের কোনো নেক আমল-ই আল্লাহ তাআলা বরবাদ করেন না। অপরদিকে কাফিররা যতো ভাল কাজই করুক তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না।

১৬. ঈমান ও নেক আমল-ই মাগফিরাত তথা আল্লাহর ক্ষমা লাভের উপায়, আর আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে পারাই জান্নাতে যাওয়ার উপায়।

১৭. যারা জান্নাতবাসী হবে তাদের সেই বাসস্থান হবে চিরস্থায়ী। জান্নাত থেকে তাদের কখনো বের হতে হবে না।

১৮. জান্নাতবাসীদেরকে রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদে সাজানো হবে এবং রাজকীয় আসনে তাদেরকে বসানো হবে।

১৯. জান্নাতের সুখের কোনো তুলনা দুনিয়াতে নেই। যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং না কোনো কল্পনাশক্তি তা কল্পনা করে বুঝতে সক্ষম।



সূরা হিসেবে রুকু'-৫
পারা হিসেবে রুকু'-১৭
আয়াত সংখ্যা-১৩

٩٩) وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَ

৩২. আর (হে নবী!) আপনি তাদের কাছে দু'ব্যক্তির উদাহরণ তুলে ধরুন^{৩২} যাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং

حَفَفْنَاهُمْ اِبْنٰخِلٍ وَجَعَلْنٰاِيْنِهْمَا زَرْعًا ۝ كَلَّمْنَا الْجَنَّتَيْنِ اَتْتِ الْاَكْهَامَ وَ

সে দুটোকে আমি খেজুর গাছ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম, আর সে দুটোর মাঝে আমি ফসলের ক্ষেত করে দিয়েছিলাম। ৩৩. উভয় বাগানই পূর্ণরূপে তাদের ফল দিতে লাগলো এবং

لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۖ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۚ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ

তাতে কিছুমাত্রও কম হতো না ; আর এ দু'টোর মাঝ দিয়ে আমি নহর বইয়ে দিয়েছিলাম । ৩৪. আর ছিল তার আরও ফল-ফসল ; অতপর সে বললো

لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ وَدَخَلَ

তার সাথীকে এমনভাবে স্থায় যে, সে তার সাথে কথা বলছিল—‘আমি তোমার চেয়ে ধন-সম্পদে বেশি এবং জনশক্তিতেও শক্তিশালী।’ ৩৫. তারপর সে ঢুকলো

দু- رَجُلَيْنِ ; উদাহরণ ; مَثَلًا ; তাদের কাছে ; لَهُمْ ; তুলে ; اَضْرَبَ ; আর ; وَ ۞
ব্যক্তি ; جَعَلْنَا -আমি দিয়েছিলাম ; لَاحِدَهُمَا -তাদের একজনকে ; جَعَلْنَا
বাগান ; مِنْ اَعْنَابٍ -আংগুরের ; وَ -এবং ; حَفَفْنَاهَا -সে দু'টোকে ঘিরে দিয়েছিলাম
আমি ; بَيْنَهُمَا ; جَعَلْنَا -আমি করে দিয়েছিলাম ; وَ -আর ; يَنْخُلُ -খেজুর গাছ দিয়ে ;
- الْجَنَّتَيْنِ ; كَلْتَا ۞ উভয় ; زَرْعًا -ফসলের ক্ষেত ; (بَيْنَ+هَما) -সে দু'টোর মাঝে ;
- لَمْ تَظْلَمْ ; وَ -এবং ; اَكْلَهَا - (اكل+ها) -তাদের ফল ; اَتَتْ -দিতে লাগলো ;
কম হতো না ; مِنْهُ -তাতে ; شَيْئًا -কিছুমাত্রও ; وَ -আর ; فَجَرْنَا -আমি বইয়ে
দিয়েছিলাম ; خَلَلْنَاهَا -সে দু'টোর মাঝ দিয়ে ; نَهْرًا -নহর ۞ ۞
لَهُ ; كَانَ -আর ; وَ ۞
ل+) -لصاحبه ; অতপর সে বললো ; (ف+قال) -فَقَالَ ; আরও ফল-ফসল ; ثَمَرٌ ;
-তার (يَحَاوِرُهُ) -يَحَاوِرُهُ ; সে-هُوَ ; وَ -এমতাবস্থায় যে ;
সাথে কথা বলছিলো ; اَنَا -আমি ; اَكْثَرُ -বেশী ; مِنْكَ -তোমার চেয়ে ;
-ধন-مَالًا ; وَ -তারপর ; وَ ۞
সম্পদে ; وَ -এবং ; اَعَزُّ -শক্তিশালী ; نَفْرًا -জনশক্তিতে ۞ ۞

جَنَّتْهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝

তাঁর বাগানে^{৩৬} নিজের উপর যুল্মকারী অবস্থায় ; সে বললো—‘আমি মনে করি না এগুলো (বাগান) কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে।’

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا ۝

৩৬. আর কিয়ামত সংঘটিত হবে বলেও আমি মনে করি না ; আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তাহলেও আমি অবশ্যই এগুলোর চেয়েও উত্তম স্থান পেয়ে যাবো^{৩৭}

مُنْقَلَبًا ۝ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ

ফিরে যাওয়ার স্থান হিসেবে। ৩৭. তার সাথী ও তাকে এমতাবস্থায় যে, সেও তার সাথে কথা বলছিল—
বললো ‘তুমি কি তাঁর সাথে কুফরী করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন

مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيْكَ رَجُلًا ۝ لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ

মাটি থেকে, অতপর শুক্র থেকে, তারপর তোমাকে পরিণত করেছেন পূর্ণাঙ্গ মানুষে।^{৩৮} ৩৮. কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি) তিনিইতো আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং আমি অংশীদার বানাই না।

- لِّنَفْسِهِ ; যুল্মকারী-ظَالِمٌ ; সে-هُوَ ; অবস্থায় ; وَ-তার বাগানে ; (جَنَّة+)-جَنَّتْهُ ;
- أَن ; না ; আমি মনে করি না-مَا أَظُنُّ ; সে বললো ; قَالَ ; তার নিজের উপর ; (ل+نفس+)-
- مَا أَظُنُّ ; আর ; ۝-আর ; هَذِهِ-এগুলো ; أَبَدًا-কখনো ; ۝-আর ;
- لَّئِن ; আর ; وَ-আর ; السَّاعَةَ-কিয়ামত ; قَائِمَةً-সংঘটিত হবে ;
- رُدِّدْتُ ; আমার প্রতিপালকের ; رَبِّي ; কাছে-إِلَى ; ফিরিয়ে নেয়াও হয় ;
- أَجِدَنَّ ; এগুলোর চেয়েও ; مِنْهَا ; উত্তম-خَيْرًا ; তাহলেও আমি অবশ্যই পেয়ে যাবো ;
- مُنْقَلَبًا ; ফিরে যাওয়ার স্থান হিসেবে। ৩৭-قَالَ ; তাকে-لَهُ ;
- صَاحِبُهُ (+সাহাব) ; তার সাথে কথা বলছিল ; وَ-এমতাবস্থায় ; وَ-তার সাথীও ;
- خَلَقَكَ ; তাঁর সাথে যিনি ; (ب+الذي)-بِالَّذِي ; তুমি কি কুফরী করছো ;
- مِّنْ ; অতপর ; ثُمَّ ; মাটি-تُرَابٍ ; থেকে-مِّنْ ; তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ; (خلق+)-
- تُنْفَةٍ ; তোমাকে পরিণত করেছেন ; (سوى+)-سَوَّيْكَ ; তারপর ; ثُمَّ ; শুক্র-نُطْفَةٍ ;
- رَبِّي ; আমার-اللَّهُ ; তিনিইতো ; هُوَ ; কিন্তু-لَكِنَّا ۝
- لَا أُشْرِكُ ; আমি অংশীদার বানাই না ;

৩৬. এখানে মক্কার অহংকারী লোকদের অবস্থা বুঝানোর জন্য উদাহরণটি পেশ করা হয়েছে। সকল যুগেই এ ধরনের লোকের অস্তিত্ব রয়েছে। যারা অহংকার বশত গরীব ঈমানদার বান্দাহদেরকে হয় চোখে দেখে থাকে।

بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ

আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে। ৩৯. আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন বললে না কেন—‘আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়) ; কারো কোনো ক্ষমতা নেই—

إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَنِّ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُزَيِّنَ

আল্লাহ ছাড়া^{৪০} যদি তুমি আমাকে হীন চোখে দেখ আমি তোমার চেয়ে সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে নীচে।
৪০. তবে আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে দান করবেন

خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فُتُصِبُ مِنْهُ صَعِيدٌ ۚ لَقَدْ

তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম কিছু ; এবং তিনি সেগুলোর উপর পাঠাবেন আসমান থেকে কোনো আকস্মিক বিপদ ফলে তা গাছপালা শূন্য ময়দানে পরিণত হয়ে থাকবে।

অর্থাৎ-আমার প্রতিপালকের সাথে ; কাউকে। ৩৯. আর ; কেন, না ; লওয়া ; তোমার বাগানে ; তুমি প্রবেশ করছিলে ; জন্ম ; বললে ; যা-মা ; আল্লাহ ; নেই কারো ; কোনো ক্ষমতা ; আমি ; তুমি ; আমি তোমার চেয়ে হীনচোখে দেখ ; তুমি ; আমি তোমার চেয়ে সম্পদে ; ও-ও ; সন্তান-সন্ততিতে।^{৪০} আমি তোমার প্রতিপালক ; তুমি ; তুমি তোমার বাগানের চেয়ে ; জন্ম ; তোমার বাগানের চেয়ে ; উত্তম কিছু ; এবং ; তিনি সেগুলোর উপর ; পাঠাবেন ; আসমান থেকে ; কোনো আকস্মিক বিপদ ফলে সেগুলো পরিণত হয়ে যাবে ; গাছপালা শূন্য।

৩৭. অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিজের বাগানকে জান্নাতের সমতুল্য মনে করেছিল। সংকীর্ণ মন-মানসিকতার লোকেরা সামান্য ধন-সম্পদ লাভ করতে পেলেই ভুল ধারণার মধ্যে পড়ে যায়। তারা জান্নাত তো দুনিয়াতেই পেয়ে গেছে। অতএব মৃত্যুর পরের জান্নাতের জন্য চিন্তা করার দরকারই বা কি ?

৩৮. অর্থাৎ মৃত্যুর পরে যদি কোনো জীবন থেকেই থাকে, সেখানেও এখানকার মতো বা এর চেয়েও সুখময় জীবন লাভ করবে। কারণ এখানকার আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা ই প্রমাণিত হয় যে, আমি আল্লাহর প্রিয়তর বান্দাহ।

৩৯. কেউ যদি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সে যেমন কাকির তেমনি যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ একজন আছেন বলে মানে, কিন্তু আল্লাহকে নিজের মালিক, মুনীব, আইনদাতা ও পরিচালক হিসেবে মানেনা সেও কাকির। যেমন উল্লেখিত উদাহরণে

﴿٨١﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٨٢﴾ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ

৪১. অথবা যমীনের তলদেশে নেমে তার পানি শুকিয়ে যাবে অতপর তুমি কখনো তা খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে না। ৪২. অবশেষে তার ফল-ফসল বিপর্যয়ের আওতাভুক্ত হয়ে গেল এবং সে কচলাতে লাগল

كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ

তার দু' হাত সে জন্য, যা সে খরচ করেছিল তাতে এবং তা (বাগানটি) উল্টে পড়ে রইলো মাচানের উপর আর বলতে লাগলো—

يَلْبِثُنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٨٣﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

‘হায়, আমি যদি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করতাম। ৪৩. আর আল্লাহ ছাড়া তার এমন কোনো দলও ছিল না যারা তাকে সাহায্য করতে পারে।

﴿৪১﴾-অথবা ; يُصْبِحَ-যাবে ; مَأْوَاهَا-(মা+হা)-তার পানি ; غُورًا-যমীনের তলদেশে নেমে শুকিয়ে ; تَسْتَطِيعَ-অতপর তুমি সক্ষম হবে না ; لَهُ-তার ; طَلَبًا-খুঁজে বের করতে । ﴿৪২﴾-অবশেষে ; أَحِيطَ-বিপর্যয়ের আওতাভুক্ত হয়ে গেলো ; بِثَمَرِهِ-(+ব+)-তার ফল-ফসল ; فَأَصْبَحَ-(ফ+অবস্)-এবং সে লাগলো ; يُقَلِّبُ-কচলাতে ; كَفَّيْهِ-তার দু'হাত ; عَلَى-সে জন্য ; مَا-যা ; أَنْفَقَ-সে খরচ করেছিল ; خَاوِيَةٌ-উল্টে পড়ে রইলো ; عُرُوشِهَا-(+ব+)-তার মাচানের উপর ; يَقُولُ-সে বলতে লাগলো ; لَمْ أَشْرِكْ-শরীক না করতাম ; بِرَبِّي-আমি যদি ; يَلْبِثُنِي-হায় ! আমি যদি ; لَمْ تَكُنْ-ছিল না ; لَهُ-তার ; فِئَةٌ-এমন কোনো দলও ; يَنْصُرُونَهُ-(+ব+)-তাকে যারা সাহায্য করতে পারে ; مِنْ دُونِ-ছাড়া ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

বাগানসমূহের মালিক আল্লাহর অস্তিত্বেতো বিশ্বাসী ছিল ; কিন্তু সে অহংকার বশত মনে করেছিল যে, “আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কারও দান করা জিনিস নয়—আমি আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতা বলে এসব অর্জন করেছি। এসব কিছু আমার নিকট থেকে কেড়ে নেয়ার কেউ নেই। কারো কাছে এ সবার হিসেবও দিতে হবে না।” এ ব্যক্তির এসব কাজকেও কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং শুধুমাত্র এক আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি-ই ঈমান নয়।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ যা চাইবেন তা-ই হবে। আমার বা অপর কারো কোনো শক্তি-ক্ষমতা নেই। কারো শক্তি, ক্ষমতা বা যোগ্যতা যদি কিছু থেকে থাকে তা আল্লাহরই দান।

وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

এবং সেও সাহায্য গ্রহণকারী হিসেবে থাকলো না। ৪৪. এসব ক্ষেত্রে সাহায্য করাতে একমাত্র প্রকৃত ইলাহ আল্লাহর কাজ, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দানে এবং (তিনিই) শ্রেষ্ঠ প্রতিফল দানে।

—هُنَالِكَ ۝ (৪৪)। —সাহায্য গ্রহণকারী হিসেবে; —مَا كَانَ; —এবং; —الْحَقُّ; —আল্লাহর কাজ; —الْوَلَايَةُ; —সাহায্য করাতে; —هُوَ; —তিনিই; —خَيْرٌ; —শ্রেষ্ঠ; —ثَوَابًا; —পুরস্কার দানে; —و; —এবং; —خَيْرٌ; —শ্রেষ্ঠ; —عُقْبًا; —প্রতিফল দানে।

৫ রুকু' (৩২-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, বাগ-বাগিচা, ফল-ফসল ও সন্তান-সন্ততি যা কিছু মানুষ মালিক হয়ে থাকে তা একমাত্র আল্লাহর দান।

২. যেহেতু এসব নিয়ামত আল্লাহ-ই দেন, সুতরাং তিনি তা ফিরিয়েও নিয়ে যেতে পারেন। অতএব এসব নিয়ে গর্ব অহংকার করা, এসবকে চিরস্থায়ী মনে করা কোনোমতেই উচিত নয়।

৩. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য যেমন আল্লাহর সন্তোষের মাপকাঠি নয়, তেমনি দারিদ্র ও সন্তান-সন্ততি হীনতাও আল্লাহর অসন্তোষের পরিচায়ক নয়।

৪. পরকালকে অবিশ্বাস করা অথবা তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় মনের মধ্যে স্থান দেয়া কুফরী।

৫. মানুষের সৃষ্টি প্রথমত সরাসরি মাটি থেকে। অতপর মাটি থেকে উদ্ভূত খাদ্য দ্রব্যাদির সার-নির্যাস শুক্র থেকে মানব সৃষ্টির ধারা চলে আসছে।

৬. আল্লাহর যাত ও সিফাত তথা মূল সত্তা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের সাথে কাউকে অংশীদার বানানো শিরক। আর শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুলুম।

৭. আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের শোকর বা কৃতজ্ঞতা দ্বারা আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। আর তার না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতার ফলে তিনি তা কেড়ে নিতে পারেন এবং পরকালেও কঠিন শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করতে পারেন।

৮. আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। এতে কোনো প্রকার রদবদলের ক্ষমতা কারো নেই—কিছুর নেই।

৯. আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর সাধ্য কারো নেই। একমাত্র আল্লাহ-ই সকল অবস্থায় মানুষকে সকল বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধার করতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী বলে মনে করা শিরক। আর শিরক হচ্ছে বড় যুলুম।

১০. ভাল কাজের জন্য যথোপযুক্ত পুরস্কার দান এবং তার যথাযথ বিনিময় দান একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাও একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

সূরা হিসেবে রুকু'-৬
পারা হিসেবে রুকু'-১৮
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿٩٩﴾ وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ

৪৫. আর (হে নবী!) আপনি তাদের নিকট দুনিয়ার জীবনের উপমা তুলে ধরুন—(অ হ'লো) পানির মতো—
যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি, অতপর তার সাহায্যে ঘন হয়ে ওঠে

نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ۝

যমীনের উদ্ভিদরাজী ; তারপর তা গুণিয়ে এমন ভঙ্গুর হয়ে যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় ; আল্লাহ রয়েছেন প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতামালী ।^{৪১}

﴿٩٩﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

৪৬. ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি দুনিয়ার জীবনের (সাময়িক) সাজ-সজ্জা মাত্র, আর
আপনার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী নেক কাজই হলো উত্তম,

(৪০) উপমা; مَثَلٌ - তাদের নিকট (ল+হম)-لَهُمْ ; ধরুন তুলে আপনি اَضْرِبْ - আর وَ-
 (তা (ك+ماء)-كَمَاءٌ ; দুনিয়ার (ال+دنیا)-الدُّنْيَا ; জীবনের (ال+حياة)-الحَيَوةُ
 হ'লো পানির মতো ; مِنْ - থেকে ; যা আমি বর্ষণ করি (انزلنا+ه)-اَنْزَلْنَاهُ ;
 অতপূর্ণ ঘন হয়ে (ف+اختلط)-فَاخْتَلَطَ ; আসমান থেকে (ال+سماء)-السَّمَاءُ
 উঠে (+ف)-فَأَصْبَحَ ; যমীনের الأرض-উদ্ভিদ রাস্তা ; তার সাহায্যে بِ-
 তাকে উড়িয়ে (تدرو+ه)-تَذَرُوهُ ; এমন ভঙ্গুর هَشِيْمًا - তারপর হয়ে যায় صَبَحَ
 নিয়ে যায় عَلَى - উপর ; আল্লাহ اللّٰهُ - রয়েছে كَانَ - আর وَ- বাতাস الرِّيحُ -
 ধন-সম্পদ (ال+مال)-المَالُ (৪১) । ক্ষমতাশালী مُقْتَدِرًا - জিনিসের شَيْءٍ - প্রতিটি كُلَّ
 জীবনের الحَيَوةُ - সাজ-সজ্জা زِينَةً - সম্বন্ধিত (ال+بنون)-الْبَنُونَ ; ও-وَ
 -عِنْدَ ; উত্তম خَيْرٌ ; নেককাজই الصَّلَحَةُ - স্থায়ী البَقِيَّةُ - আর وَ- দুনিয়ার الدُّنْيَا
 নিকট رُبَّكَ - আপনার প্রতিপালকের (ر+ك)-رَّبُّكَ ;

৪১. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে ধন-সম্পদ বা সুখ শান্তি কোনোটাকে স্থায়ী মনে করার কোনো কারণ নেই। যেমন দুনিয়াতে জীবনও স্থায়ী নয়, কেননা জীবনের সাথে সাথে মৃত্যু জড়িয়ে রয়েছে। আব্দুল্লাহ তাআলা যেমন জীবন দান করেন তেমনি তিনি মৃত্যুও দান করেন। তিনি উন্নতি যেমন দেন, অবনতিও তিনিই দান করেন। বসন্তের প্রাণচঞ্চল্য তাঁর

ثَوَابًا وَخَيْرَ أَمَلًا ۝ وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ

প্রতিফলের দিক থেকে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক থেকেও উত্তম। ৪৭. আর (স্মরণ করুন) যেদিন আমি চলমান করে দেবো পাহাড়সমূহকে^{৪২} এবং আপনি যমীনকে দেখবেন খোলা মাঠ,^{৪৩} আর আমি তাদেরকে একত্রিত করবো,

فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا

অতপর আমি তাদের কাউকেই ছাড়বো না।^{৪৪} ৪৮. আর তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আপনার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে, (বলা হবে)——তোমরাতো সবাই আমার কাছে এসে গেছো, যেমন

خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ زَبَلٌ زَعَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝ وَوَضَع

আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম,^{৪৫} বরং তোমরা মনে করতে যে, আমি তোমাদের জন্য কখনো ওয়াদাকৃত সময় ঠিক করে দেইনি। ৪৯. আর রেখে দেয়া হবে

ثَوَابًا-প্রতিফলের দিক থেকে ; -এবং ; -উত্তম ; -আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক থেকেও ; -আর ; -যেদিন ; -আমি চলমান করে দেবো ; -الْجِبَالَ-পাহাড়সমূহকে ; -এবং ; -আপনি দেখবেন ; -الْأَرْضَ-যমীনকে ; -بَارِزَةً-খোলা মাঠ ; -وَحَشَرْنَاهُمْ-(হশরনা+হম)-আমি তাদেরকে একত্রিত করবো ; -فَلَمْ-তাদের ; -أَحَدًا-(মন+হম)-তাদের ; -وَعَرَّضُوا-অতপর আমি ছাড়বো না ; -رَبِّكَ-সামনে ; -صَفًّا-সারিবদ্ধভাবে ; -لَّقَدْ-তোমরাতো ; -جِئْتُمُونَا-আপনার প্রতিপালকের ; -كَمَا-যেমন ; -وَضَع-আমি সৃষ্টি করেছিলাম তোমাদেরকে ; -أَوَّلَ-প্রথম ; -مَرَّةٍ-বার ; -زَبَلٌ-বরং ; -زَعَمْتُمْ-তোমরা মনে করতে ; -أَنَّ-যে, আমি কখনো ঠিক করে দেইনি ; -لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; -وَوَضَع-ওয়াদাকৃত সময় ; -و-আর ; -مَوْعِدًا-রেখে দেয়া হবে ;

আদেশে আসে, শীতের অবক্ষয়ও তাঁর আদেশে আসে, আল্লাহর আদেশে যদি সুখ-স্বাস্থ্যের উপকরণ তোমরা লাভ করে থাক, তাকে চিরস্থায়ী মনে করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেওনা, কেননা সেই আল্লাহর হুকুমেই এসব কিছু তোমাদের হাত থেকে চলে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা দিতে যেমন সক্ষম তেমনি নিতেও সক্ষম।

৪২. পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে যখন আল্লাহ তাআলা অকেজো করে দেবেন তখন পাহাড়গুলো শূন্য মেঘের মতো উড়তে থাকবে। যেমন সূরা নমলের ৮৮ আয়াতে বলা হয়েছে——“তোমরা পাহাড়গুলোকে দেখে অচল অবিচল মনে করছো, অথচ সেগুলো এমনভাবে চলাচল করবে, যেমন মেঘ শূন্য আকাশে উড়ে।”

الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتُنَا

আমলনামা এবং আপনি দেখবেন অপরাধীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত তার কারণে যা রয়েছে তাতে (আমলনামায়) এবং তারা বলবে—“হায় আফসোস !

مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

কেমন এ আমলনামা ! (এতো) বাদ দেয়নি কোনো ছোট আমল, আর না কোনো বড় আমল বরং তা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে ;

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا

আর তারা হাজির পাবে যা তারা আমল করেছে ; এবং আপনার প্রতিপালক যুল্ম করবেন না কারো প্রতি ।^{৪৬}

- الْمُجْرِمِينَ ; এবং আপনি দেখবেন (ف+তরী)- فَتَرَى ; আমলনামা-الْكِتَابُ ; তাতে-فِيهِ ; তার কারণে যা আছে-مِمَّا ; ভীত সন্ত্রস্ত ; مُشْفِقِينَ ; অপরাধীদেরকে ; وَيَقُولُونَ-তারা বলবে ; يُوَيْلَتُنَا-হায়! আফসোস ; مَا-আমল নামায়) ; وَلَا-এ-هَذَا ; আমলনামা-الْكِتَابُ ; বাদ দেয়নি ; صَغِيرَةً-কোনো ছোট আমল ; كَبِيرَةً-না কোনো বড় আমল ; أَحْصَاهَا-বরং ; (أحصى+হা)-আর ; وَ-আমল ; عَمِلُوا-তারা ; مَا-যা ; وَجَدُوا-তারা পাবে ; حَاضِرًا-হাজির ; لَا-এবং ; يَظُنُّ-যুল্ম করবেন না ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; أَحَدًا-কারো প্রতি ।

৪৩. অর্থাৎ যমীনের উপর কোনো গাছপালা, বাড়ীঘর ও দালান-কোঠা কিছুই থাকবে না, পুরো যমীনটাই উষ্ম মরুপ্রান্তরে পরিণত হয়ে যাবে ।

৪৪. অর্থাৎ আদম আ. থেকে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যতো মানুষ দুনিয়াতে আসবে, এমনকি যে শিশুটি মায়ের পেট থেকে যমীনে পড়ে একবার শ্বাস গ্রহণ করেই মারা গেছে তাকে ও তাকে সহ সকল মানুষকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে ।

৪৫. এখানে পরকাল অমান্যকারীদেরকে হাশরের ময়দানে লক্ষ্য করে বলা হবে যে, তোমরা চেয়ে দেখো নবী-রাসূলগণের দেয়া আগাম সংবাদসমূহ সত্যে পরিণত হলো কিনা ? তারা যে তোমাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা প্রথমবার যেমন সৃষ্টি হয়েছো, ঠিক তেমনিই তোমাদেরকে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করা হবে । তখনতো তোমরা সেসব কথা অবিশ্বাস করেছিলে, এখন বলো তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা ?

৪৬. অর্থাৎ এমন কখনো হবে না যে, আল্লাহ তাআলা অপরাধ করা ছাড়াই কাউকে আযাব দিয়ে দেবেন অথবা ছোট অপরাধের জন্য বড় শাস্তি দিয়ে দেবেন। অথবা বিনা অপরাধে তার আমলনামায় অপরাধের হিসাব লিখে দিয়ে তা পূর্ণ করে দেবেন।

৬ রুকু' (৪৫-৪৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে জীবন ও মৃত্যু একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোর বিপরীতে যেমন অন্ধকার রয়েছে এবং দিনের বিপরীতে যেমন রয়েছে রাত, ঠিক তেমনি জীবনের বিপরীতেও মৃত্যু রয়েছে। সুতরাং দুনিয়াতে জীবন স্থায়ী নয়—মৃত্যু অনিবার্য।

২. আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়ার ধন-জন কোনোটারই মূল্য নেই, মূল্য রয়েছে স্থায়ী নেক আমলের। আখিরাতে নেক আমলের দিক থেকে যে অগ্রগামী, সে প্রকৃতই ধনী; আর এদিক থেকে যে পেছনে সে প্রকৃতই গরীব।

৩. নেক কাজের প্রতিফল অবশ্যই উত্তম হবে। নেক কাজ করে উত্তম ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করাও উত্তম আকাঙ্ক্ষা।

৪. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর এ দুনিয়ার যমীনেই ময়দানে হাশর হবে। হাশর ময়দানে প্রথম মানুষ আদম আ. থেকে নিয়ে কিয়ামতের এক মুহূর্ত আগে জন্ম নেয়া মানব শিষ্টাচার পর্যন্ত সবাইকে একত্রিত করা হবে।

৫. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অকেজো করে দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর সবকিছুই শূন্যলোকে উড়তে থাকবে। এমনকি পাহাড়-পর্বতগুলোও মেঘমালায় মতো উড়তে থাকবে।

৬. পুনর্জীবন লাভকে অবিশ্বাসকারীরা অবশ্যই কাফির। আর কাফিরদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

৭. মানুষের সকল কাজের রেকর্ড তার আমলনামায় সংরক্ষিত হচ্ছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে তার আমলনামা দেয়া হবে। নেককাররা তাদের আমলনামা পেয়ে আনন্দিত হবে। আর অপরাধীরা আমলনামা হাতে পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।

৮. মানুষের সকল ছোট-বড় ও ভাল-মন্দ কাজের রেকর্ডই আমল নামায় সংরক্ষিত থাকবে এবং এতে এক বিন্দু বিসর্গ বিষয়ও বাদ থাকবে না।

৯. কারো আমলনামায় এমন কিছু থাকবে না যা সে করেনি এবং তাতে কম বেশী করা হবে না। কারো প্রতি এক বিন্দু যুলম করা হবে না; যেহেতু আল্লাহ সকল বিচারকের বিচারক।



সূরা হিসেবে রুকু'-৭
পারা হিসেবে রুকু'-১৯
আয়াত সংখ্যা-৪

﴿١٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

৪০. আর (স্মরণ করুন) আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম—‘তোমরা আদমকে সিজদা করো’ তখন সবাই সিজদা করলো ইবলীস ছাড়া,^{৪১} সে ছিল জিনদের মধ্য থেকে ;

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ

তাই সে তার প্রতিপালকের আদেশের অবমাননা করলো ;^{৪৮} তবুও কি তোমরা আমাকে ছাড়া তাকে ও তার বংশধরকে বন্ধুত্বপূর্ণ গ্রহণ করে নিয়েছো ; অথচ তারাতো তোমাদের

৳-আর ; اذ-যখন ; قُلْنَا-আমি বললাম ; لِلْمَلَائِكَةِ-ফেরেশতাদেরকে ; اسْجُدُوا -
 তোমরা সিজদা করো ; لِآدَمَ -আদমকে ; فَسَجَدُوا -তখন সবাই সিজদা
 করলো ; الْجِنِّ -জিন ; مِنَ -থেকে ; كَانَ -সে ছিল ; إِبْلِيسَ -ইবলীস ; الْآ -ছাড়া ;
 رَبِّهِ -আদেশের ; عَنْ أَمْرِ -তাই সে অবমাননা করলো ; فَفَسَقَ -(ف+فسق) -তার প্রতিপালকের ;
 (ر+ب) -তবুও কি তোমরা ; (ا+ف+تتخذون+ه) -أَتَتَّخِذُونَهُ -তার বংশধরদেরকে ;
 (ذرية+ه) -ذُرِّيَّتَهُ ; وَ -ও ; أُولَئِكَ -তাকে গ্রহণ করে নিয়েছো ;
 لَكُمْ -তোমাদের জন্য ; تَارَاتُوا -তারাতো ; هُمْ -অথচ ; وَ -আমাকে ছাড়া ; مِنْ دُونِي -বন্ধুরূপে ;

৪৭. এখানে আদম আ. ও ইবলীস সংক্রান্ত ঘটনা উল্লেখ করে গুমরাহ লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা অসীম দয়াবান আল্লাহ তাআলা এবং মানব কল্যাণকামী নবী-রাসূলদেরকে বাদ দিয়ে নিজেদের চির দুশমন ইবলীসের ফাঁদে আটকে পড়ছে। অথচ এ ইবলীস মানব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে তাদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে আসছে।

৪৮. ইবলীসের পক্ষে আদ্বাহর নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে, সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। ফেরেশতাদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, “তারা আদ্বাহর না-ফরমানী করে না, তারা তা-ই করে আদ্বাহ যে নির্দেশ তাদেরকে দেন।” অন্যত্র বলা হয়েছে—

“তারা অহংকার ও অমান্য করে না। তাদের উপর তাদের প্রতিপালক রয়েছেন তাঁকে তারা ভয় করে। আর তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তারা তা-ই করে।” ইবলীস যে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল একথা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, জিনেরা মানুষের মতোই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন সৃষ্টি। তাদেরকে জন্মগতভাবে আদ্বার অনুগত

عَدُوٌّ يَشْأَى لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدُ تَهْمَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

দুঃশমন ; এটা যালিমদের জন্য খুব নিকৃষ্ট বদলা । ৫১. আমি তো তাদেরকে ডাকিনি
আসমান ও যমীন বানানোর সময়

وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ مَخْذُومًا ۝١٣ وَيَوْمَ يَقُولُ

আর না (ডেকেছি) স্বয়ং তাদেরকে বানানোর সময় ;^{১১} আর আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণকারীও নই। ৫২. আর (স্মরণীয়) যেদিন তিনি (আল্লাহ) বলবেন—

نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

‘তোমরা তাদেরকে ডাকো, যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে’;^{৭০} তখন তারা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা (শরীকরা) তাদের ডাকে সাড়া দেবে না, আর আমি রেখে দেবো

مَا ⑧۱۔ बदला-بدلاً ; যালিমদের জন্য لِلظَّالِمِينَ ; নিকুষ্ট-خُبس ; দুঃশমন-عَدُوّ ;
 ; সময়-بَانَانَوْر خَلَقَ ; আমিতো তাদেরকে ডাকিনি (مَا اَشْهَدْتُ هُمْ)-আমি তো তাদেরকে ডাকিনি ;
 ; সময়-بَانَانَوْر خَلَقَ ; না-لَا ; আর-وَ ; যমীন-الْأَرْضِ ; ও-وَ ; আসমান-السَّمَوَاتِ ;
 -مُتَّخِذَ مَا كُنْتُ ; আমি নই ; আর-وَ ; স্বয়ং তাদেরকে (انْفُسَ هُمْ)-انْفُسِهِمْ
 ⑧۲۔ হায্যকারী হিসেবে-عَضْدًا ; বিভ্রান্তকারীদেরকে-الْمُضِلِّينَ ; গ্রহণকারীও-
 شُرَكَائِي ; তোমরা ডাকো-نَادُوا ; তিনি বলবেন-يَقُولُ ; যেদিন (স্মরণীয়)-يَوْمَ ; আর
 -زَعَمْتُمْ ; তোমরা মনে-الَّذِينَ-তাদেরকে, যাদেরকে (شُرَكَاءِ)-আমার শরীক (عِي)-
 -فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا ; তখন তারা তাদেরকে ডাকবে (فَدَعَوْهُمْ)-فَدَعَوْهُمْ ;
 (فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا)-কিন্তু তারা সাড়া দেবে না ; আর-وَ ; তাদের ডাকে-لَهُمْ ;
 جَعَلْنَا-আমি রেখে দেবো ;

বানিয়ে দেয়া হয়নি ; বরং কুফর, ঈমান, আনুগত্য ও নাফরমানী করার স্বাধীনতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। এ সত্য কথাটিকে এখানে উদঘাটিত করা হয়েছে। সুতরাং ইবলীস যে ফেরেশতা ছিল না তা এখন পরিষ্কার হয়ে গেল।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আদমকে সিজদা করার আদ্বাহ তাআলার নির্দেশ ছিল ফেরেশতাদের প্রতি আর ইবলীসতো ফেরেশতা ছিল না, তাহলে সে আদ্বাহর নির্দেশ অমান্য করেছে এটা কিভাবে সঠিক হতে পারে ? এর জবাবে বলা যায় যে, ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা করার হুকুম করার অর্থ হলো যমীনে আদ্বাহর যতো মাখলুক-ই রয়েছে সবই মানুষের অনুগত হয়ে যাবে। আর সে জন্যই ফেরেশতাদের সাথে সাথে দুনিয়ার সকল মাখলুকই আদমের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু একমাত্র সৃষ্টি ইবলীস-ই আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করে।

بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۖ وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا

তাদের উভয়ের মাঝে ধ্বংসকর স্থান (জাহান্নাম)। ৫৩. আর অপরাধীরা আগুন (জাহান্নাম) দেখতে পাবে তখন তারা ধারণা করতে পারবে যে, অবশ্যই তাদেরকে তাতে পড়তেই হবে,

وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۖ

এবং তারা পাবে না তা থেকে বাঁচার মতো আশ্রয়স্থল।

و- ৫৩। (জাহান্নাম) ধ্বংসকর স্থান-مَوْبِقًا; তাদের উভয়ের মাঝে; (বিন+হম)-بَيْنَهُمْ; আর; فَظَنُّوا; (জাহান্নাম)-النَّار; অপরাধীরা-الْمَجْرُمُونَ; দেখতে পাবে; رَأَى-আর; (ফ+ظনوا)-তখন তারা ধারণা করতে পারবে; (অন+হম)-أَنَّهُمْ; অবশ্যই তারা; لَمْ يَجِدُوا-তারা-তাকে পড়তেই হবে; (মواقعوا+হা)-مَوَاقِعُوهَا; পাবে না; (عن+হা)-عَنْهَا; তা থেকে; (মَصْرِفًا)-বাঁচার মত আশ্রয়স্থল।

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা, তিনিইতো ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য সত্তা। শয়তানতো কোনো যুক্তিতেই মানুষের ইবাদাত পেতে পারে না। কারণ, শয়তানতো নিজেই আল্লাহর সৃষ্ট জীবমাত্র।

৫০. খোদায়ীর ব্যাপারে আল্লাহর শরীক বানানোর অর্থ হলো আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং তাঁর হিদায়াতকে বাদ দিয়ে অন্য কারো হুকুম-আহকাম ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মেনে নেয়া। মুখে তাকে আল্লাহর শরীক বলে স্বীকার না করলেও কার্যত যদি তার পায়রুত্বী করে জীবন-যাপন করে সেটাকেই কুরআন মাজীদ শিরক বলে ঘোষণা করেছে। মানুষ শয়তানকে মুখে মুখে অভিশাপ দেয় কিন্তু কার্যত শয়তানের আনুগত্য করে এটা অবশ্যই শিরক।

৫১. এ আয়াতের অপর একটি অর্থ মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, তাহলো— “আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবো” অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও আখিরাতে তাদের মধ্যে কঠিন শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

৭ রুকু' (৫০-৫৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আদম আ.-কে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করানোর উদ্দেশ্য হলো যমীনের যতো সৃষ্টি আল্লাহর রয়েছে সবই মানুষের আনুগত্য থাকবে। এতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য, আর দুনিয়ার সকল সৃষ্টি-ই মানুষের জন্য।

২. ইবলীস ‘জিন’ নামক সৃষ্টির অন্তর্গত, সুতরাং সে-ও মানুষের আনুগত্য হয়ে যাবে, যদি মানুষ যথাযথভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে।

৩. ইবলীস মানুষের চিরশত্রু। সুতরাং তার বংশধর তথা আনুগত্যকারী জিন ও মানুষ মানব জাতির চিরশত্রু। অতএব ইবলীস ও তার অনুগতদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

৪. আল্লাহ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তিনি ইবলীসেরও স্রষ্টা। সুতরাং যিনি সর্বস্রষ্টা তিনিইতো ইবাদাত পাওয়ার যথার্থ অধিকারী। শয়তানের পূজারীরা অবশ্যই যালিম।

৫. আল্লাহ তাআলা তাঁর কাজে কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কোনো কাজে উপাদান বা কার্যকারণের মুখাপেক্ষীও নন। তিনি যা করতে চান তা তার ইচ্ছা করার সাথে সাথেই হয়ে যায়।

৬. হাশরের মাঠে মুশরিকদেরকে বলা হবে—তোমরা আমার সাথে যাদেরকে শরীক করেছিলে, তাদেরকে ডাকো, তারা ডাকবে কিন্তু সেসব মিথ্যা মা'বুদগুলো তাদের ডাকে সাড়া দেবেনা।

৭. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের উভয় দলের মাঝে জাহান্নামকে রেখে দেবেন যাতে তারা তাদের শেষ ঠিকানা জেনে নিতে পারে এবং তাদের কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি হতে থাকে।

৮. পরকালে এসব যালিমরা বাঁচার মতো কোনো আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না।



সূরা হিসেবে রুকু'-৮
পারা হিসেবে রুকু'-২০
আয়াত সংখ্যা-৬

⑧ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

৫৪. আর আমি নিসন্দেহে এ কুরআনে মানুষের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছি
প্রত্যেক বিষয় উদাহরণ দিয়ে ; কিন্তু মানুষ

أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ⑨ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ

অধিকাংশ ব্যাপারেই ঝগড়াটে। ৫৫. আর মানুষকে কিছুই বাধা দেয়নি ঈমান
আনতে—যখন তাদের কাছে হিদায়াত এসেছে—

وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ⑩

এবং তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইতে এছাড়া যে, তাদের সাথে পূর্ববর্তীদের
মতো ব্যবহার করা হোক অথবা আযাব তাদের সামনে এসে পড়ুক। ৫৬

⑩ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

৫৬. আর আমি তো রাসূলগণকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে ছাড়া পাঠাই না
কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ঝগড়া করে

فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ-নিসন্দেহে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি ; لَقَدْ صَرَّفْنَا-ও-আর ;
; বিষয়-প্রত্যেক-من-কُل-; জন্য-لِلنَّاس-; কুরআনে-এ-فِي+হَذَا+ال-قرآن-;
; হলা-مَآ-; (কান+আল+ইনসান)-كَانَ الْإِنْسَانُ-; উদাহরণ দিয়ে ;-কিন্তু-و-;
; বাধা-مَا-; আর-و-⑨-; ঝগড়াটে-جَدَلًا-; অধিকাংশ-أَكْثَرُ شَيْءٍ-;
; ঈমান আনতে-; أَنْ يُؤْمِنُوا-; মানুষকে-النَّاس-; দেয়নি-هُم-;
; এসেছে-جَاءَ-; যখন-إِذْ-; হিদায়াত-الهُدَى-; এবং-و-;
; ক্ষমা চাইতে-يَسْتَغْفِرُوا-; তাদের প্রতিপালকের কাছে-; (তাদের-
; অথবা-أَوْ-; পূর্ববর্তীদের মতো-; يَأْتِيَهُمُ-; ব্যবহার-سُنَّةُ-;
; সামনে-قُبُلًا-; আযাব-الْعَذَابُ-; এসে পড়ুক তাদের-; (যাতি+হুম)-
; ছাড়া-إِلَّا-; রাসূলগণকে-الْمُرْسَلِينَ-; আমি তো পাঠাই না-مَا-;
; সতর্ককারী-مُنْذِرِينَ-; সতর্ককারী-و-; কিন্তু-و-; তারা ঝগড়া করে-يُجَادِلُ-;
; কুফরী করে-كَفَرُوا-; যারা-الَّذِينَ-;

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هَزْوَا ۝

অর্থহীন কথা নিয়ে যাতে তার দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, আর তারা আমার আঘাতগুলোকে এবং যে ভয় তাদেরকে দেখানো হয়েছে তাকে মঙ্করা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

﴿٤٩﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بَابِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ

৫৭. তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে হতে পারে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেয়া হয় কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং সে আগে যা করেছে তা ভুলে যায় ;

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اِكْنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ

আমি অবশ্যই তাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি যেন তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে এবং তাদের কানেও বধিরতা (দিয়েছি) ; আপনি যদি তাদেরকে ডাকেন

بِالْبَاطِلِ-(ব+আল+বাতল)-অনর্থক কথা নিয়ে ; لِيُدْحِضُوا-যাতে তারা ব্যর্থ করে দিতে পারে ; وَ-তার দ্বারা ; الْحَقُّ-সত্যকে ; وَ-আর ; اتَّخَذُوا-তারা গ্রহণ করে থাকে ; آيَتِي-আমার আয়াতগুলোকে ; وَ-এবং ; مَا-যে ; أَنْذَرُوا-ভয় তাদেরকে দেখানো হয়েছে ; هُزُوا-মস্করা ৭৭) وَ-আর ; مَنْ-কে হতে পারে ; أَظْلَمُ-বেশী যালিম ; مِّنْ-তার চেয়ে যাকে ; ذُكِّرَ-উপদেশ দেয়া হয় ; رَّبِّهِ-আয়াতের সাহায্যে ; بِآيَاتِ-আয়াতের সাহায্যে ; عَنِهَا-তা থেকে ; فَاعْرَضَ-(ফ+আরَض)-কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; وَ-এবং ; نَسِيَ-সে ভুলে যায় ; مَا-যা ; قَدَّمْتُ-আগে করেছে ; يَدُهُ-(ইদ+হ)-তার হাত ; إِنَّا-আমি অবশ্যই ; جَعَلْنَا-ফেলে রেখেছি ; عَلَى-উপর ; قُلُوبِهِمْ-(হাম+লুব)-তাদের হৃদয় ; إِنَّا-আমি অবশ্যই ; أَكْنَ-পর্দা ; أَنْ يَفْقَهُوا-(হা+ফ+ক্ব)-যেন তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে ; وَ-এবং ; وَفَرَا-বধিরতা (দিয়েছি) ; وَ-আর ; أَنْ-যদি ; تَدْعُهُمْ-(তদ+হাম)-আপনি তাদেরকে ডাকেন ;

৫২. অর্থাৎ সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য যতো ধরনের যুক্তি-প্রমাণ ও উপদেশ-নসীহত পেশ করা প্রয়োজন, কুরআন মাজীদ তার কিছুই বাকী রাখেনি। এখন শুধু বাকী আছে, যে আযাব দিয়ে অতীতের জাতিসমূহকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল এবং যে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে তা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে সত্যকে প্রমাণ করে দেয়া।

৫৩. অর্থাৎ নবী-রাসূলদেরকে আমি এজন্য পাঠাইনি যে, তারা মানুষের উপর আযাব ডেকে আনবে, বরং তাদেরকে পাঠানো হয় চূড়ান্ত ফায়সালা আসার আগে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য। কিন্তু নির্বোধ লোকেরা নবীর সাবধানবাণী ও সতর্কীকরণ

إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا ﴿١٥﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হিদায়াতের দিকে তবে তারা কখনো হিদায়াতের পথে আসবে না।^{৫৪} ৫৮. আর
আপনার প্রতিপালকতো পরম ক্ষমাশীল দয়াবান ;

لَوِیْزًا خِیْنُ هَرِّمَا كَسْبُوا الْعَجَلَ لَهْمُ الْعَنْ اَبْ طَبْلَ لَهْمُ مَوْعِدِ

তিনি যদি তাদেরকে সেজ্জা পাকড়াও করতে চাইতেন যা তারা কামাই করেছে, তাহলে তৎক্ষণাত তাদের জন্য আযাব দিয়ে দিতেন ; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি ওয়াদাকৃত সময়

لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا ﴿٥٠﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

যা থেকে তারা কখনো পালানোর জায়গা পাবে না।^{৫৫} ৫৯. আর ঐ জনপদগুলো^{৫৬} যখন তারা যুল্ম করেছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম

-দিকে ; الْهَدَى -হিদায়াতের ; فَلَنْ يُّهْتَدَوْا -তবে তারা হিদায়াতের পথে আসবে না ; الْغُفُورُ -আপনার প্রতিপালকতো ; وَ- (৫৭) اِبْدًا -কখনো ; اِذَا -তখন ; পরম ক্ষমাশীল ; ذُو الرُّحْمَةِ -দয়াবান ; لَوْ -যদি ; يُوَاخِذُهُمْ - (يُواخِذُ + هُمْ) -তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন ; سَبَّوْا -তাঁরা কামাই করেছে ; لَعَجَلَ -সে জন্য যা ; تِلْكَ -কিন্তু ; الْعَذَابُ -আযাব ; لَّهُمْ -তাদের জন্য ; تِلْكَ -কিন্তু ; لَنْ يُّجِدُوا -কখনো তারা পাবে না ; مِنْ -থেকে ; دُونَ -তা ছাড়া ; مَوْنًا -পালানোর জায়গা ; وَ- (৫৮) اِهْلَكْنَا -আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম ; ظَلَمُوا -তারা যুলুম করেছিল ;

থেকে কোনো ফায়দা-ই লাভ করে না, উপরন্তু যে আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য নবী-রাসূলগণ চেষ্টা-সাধনা করে গিয়েছেন সেই আযাবে নিপতিত হওয়ার জন্য এসব নির্বোধ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

৫৪. অর্থাৎ যেসব লোক দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-নসীহতের মুকাবিলায় ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে এবং মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির দ্বারা প্রকৃত সত্যের মুকাবিলা করে ; আর নিজের মন্দ কাজের মন্দ পরিণতি নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত নিজের ভুল স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করে, আল্লাহ তাআলা এমন লোকের দিলের উপর মোহর মেরে দেন এবং সে যেন সত্যের আওয়াজ শুনতে না পায় সেজন্য তার কানেও ছিপি ঝাঁটে দেন। এমন লোক ধ্বংসের শেষ সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত বঝতেই পারে না যে, সে ধ্বংসের পথে চলছে।

৫৫. আল্লাহ তাআলা যে সবচেয়ে বেশী দয়াবান তার প্রমাণ এই যে, কেউ কোনো অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর নীতি নয়।

وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝

এবং তাদের ধ্বংসের জন্যও আমি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম।

و-এবং; جَعَلْنَا-করে দিয়েছিলাম; لِمَهْلِكِهِمْ-(ল+মهلك+هم)-তাদের ধ্বংসের জন্যও; مَوْعِدًا-সময় নির্ধারণ।

তিনি অপরাধীকে সংশোধনের জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। কিন্তু যারা আল্লাহর দয়ার এ নীতিকে ভুল অর্থে গ্রহণ করে এবং মনে করে যে, তাদেরকে অপরাধের জন্য জবাবদিহী করতে হবে না। এসব লোকই আসলেই মূর্খতা ও বোকামীর পরিচয় দেয়।

৫৬. এখানে যেসব জনপদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে সেসব জনপদের অবস্থান স্থলের নিকট দিয়ে আরবের লোকেরা যাতায়াত করতো। কুরাইশ বংশের লোকেরাও যাতায়াতের সময় এসব এলাকা নিজেদের চোখে দেখতে পেতো। তাছাড়া আরবের সাধারণ লোকেরা এ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিল। এসব এলাকা ছিল আদ, সামূদ, লূত ও সাবা জাতির ধ্বংসাবশিষ্ট বসতি।

৮ রুকু' (৫৪-৫৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য এ কুরআন মাজীদে যুক্তি-প্রমাণ ও উপমা-উদাহরণ দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং হিদায়াতের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট।

২. যারা কুরআন মাজীদ থেকে হিদায়াত গ্রহণ না করে অনর্থক বিতর্ক তোলার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে হিদায়াত লাভ করা সম্ভব হয়না। কারণ এমন লোকদের দিলে আল্লাহ পর্দা ফেলে দেন এবং তাদের কানেও বধিরতা সৃষ্টি করে দেন যাতে তারা হিদায়াতের বাণী শুনতে ও বুঝতে না পারে।

৩. নবী-রাসূলগণ দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে বেশী মানব-দরদী ছিলেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল ঈমান ও নেক আমলের জন্য সুসংবাদ দান এবং কুফর ও বদ আমলের জন্য আযাবের ভয় দেখানো। তবে তাঁদের এ ভয় দেখানো মানব-দরদ থেকে উৎসারিত।

৪. দীনের ব্যাপারে অর্থহীন কথা নিয়ে বাক-বিতর্ক লিপ্ত হওয়া মুখলেস-মু'মিনের কাজ নয়। সুতরাং দীনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অর্থহীন বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে।

৫. আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি-তামাশা করা কুফরী। এ ধরনের কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা ঈমানের দাবী।

৬. যারা আল্লাহর কалаম থেকে হিদায়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়; বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন না। আল্লাহ এমন লোকের দিলের উপর পর্দা ফেলে দেন এবং তাদের কানে বধিরতা দিয়ে দেন, যেন তারা আল্লাহর কалаম শুনতে ও বুঝতে সক্ষম না হয়।

৭. যারা আল্লাহর কалаম থেকে হিদায়াত লাভ করতে আগ্রহী, কেবলমাত্র তাদেরকেই আল্লাহর কалаম শোনা ও বুঝার ক্ষমতা দান করেন।

৮. কাফির-মুশরিকদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও এবং আযাব না দেয়াও আল্লাহর অসীম দয়ার পরিচায়ক।

৯. শিরক ও কুফরীর জন্য প্রাপ্য আযাবকে বিলম্বিত করে সংশোধনের জন্য সুযোগ দানও আল্লাহর অসীম দয়াশীলতার পরিচয় বহন করে।

১০. আল্লাহ অতীতের অনেক জাতিকে তাদের অবাধ্যতার জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে ধ্বংস করে দিয়েছেন ; কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদী এ ধরনের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ স.-এর দোয়ার বরকতে হয়েছে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৯
পারা হিসেবে রুকু'-২১
আয়াত সংখ্যা-১১

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝

৬০. আর (স্বরগীয়) যখন মূসা তাঁর যুবক সঙ্গীকে বললেন—‘আমি থামবো না যে পর্যন্ত না দু’ সাগরের সংযোগস্থলে আমি পৌঁছি ; নচেৎ আমি যুগযুগ চলতেই থাকবো ।’

৬০-আর ; ঐ-যখন ; قَالَ-বললেন ; مُوسَى-মূসা ; لِفَتَاهُ-তার যুবক সঙ্গীকে ; لَا- ; مَجْمَعَ-আমি থামবো না ; حَتَّى-যে পর্যন্ত না ; أَبْلُغُ-আমি পৌঁছি ; الْبَحْرَيْنِ-দু’ সাগরের ; أَوْ-নচেৎ ; أَمْضِيَ-আমি চলতেই থাকবো ; حُقُبًا-যুগ যুগ ধরে ।

৫৭. কুরআন মাজীদে মূসা আ.-এর এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, কাফির ও মু’মিন উভয় শ্রেণীর মানুষ যেন এক মহাসত্য সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যায়। আর তা হলো—মানুষ বাহ্যিক চোখে দুনিয়াতে যা কিছু ঘটতে দেখে, তা থেকে তারা ভুল তাৎপর্য গ্রহণ করে থাকে। কারণ এসব ঘটনার মূল কারণগুলো তাদের সামনে না থাকার জন্য তারা এমন ভুলের মধ্যে পড়ে যায় ; আসলে এসব ঘটনার মূলে আল্লাহ অআলার বিরাট কল্যাণ নিহিত থাকে। যেমন আমরা দেখি দুনিয়াতে যালেম লোকেরা দৈনন্দিন উন্নত হতে থাকে ; তারা আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-সুখের মধ্যে থাকে। নাফরমান লোকদের উপর আল্লাহর নিয়ামত অধিক হারে বর্ষিত হতে থাকে। অপর দিকে ফরমাবরদার আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের উপর বিপদ-মসীবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে এবং তারা অত্যন্ত দুর্াবস্থার মধ্যে দিন গুজরান করতে থাকে। কাফির-যালিমদের সচ্ছল অবস্থা এবং নেককার লোকদের দুর্াবস্থা দিন-রাত মানুষ চোখের সামনে দেখতে পায়। কিন্তু এর নিগূঢ় মর্ম-বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব না হওয়ার কারণেই তাদের মনে নানা প্রশ্ন ও বিভিন্ন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে কাফির ও যালিম লোকেরা মনে করে যে, “দুনিয়াটা এমনি এমনি পরিচালিত হচ্ছে। এর পরিচালক কেউ নেই, অথবা কেউ থাকলেও সে অকর্ম হয়ে আছে। অতএব এখানে যা ইচ্ছা তা-ই করা যেতে পারে। জিজ্ঞেস করার বা বাধা দান করার কেউ নেই।” আবার ঈমানদার লোকেরা এসব দেখে মনভাংগা হয়ে যায়। অনেক সময় এমত কঠিন পরীক্ষায় পড়ে তাদের ঈমান পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। মূসা আ.-এর অনুসারী মু’মিনদের এরকম অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-কে কুদরতের এ বিরাট কারখানার পর্দা তুলে একটুখানি দৃশ্য দেখিয়েছিলেন। যেন তিনি জানতে পারেন যে, এখানে দিবা রাত্রি যাকিছু ঘটে তা কেমন করে ও কোন কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঘটে থাকে এবং ঘটনার বাহ্যিক দিক তার মূল ব্যাপার থেকে কেমনতর ভিন্ন হয়ে থাকে তা-ও যেন মূসা আ.-এর সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝﴾

৬১. অতপর (চলতে চলতে) তারা যখন সেই দু'য়ের সংযোগস্থলে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন, তখন সে (মাছটি) সাগরে তার পথ বানিয়ে নিল সুড়ঙ্গের মতো করে।

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدُّ أَتَانَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝﴾

৬২. তারপর তাঁরা উভয়ে যখন (স্থানটি) অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন তিনি (মূসা) তাঁর সাথীকে বললেন। আমাদের নাশতা নিয়ে এসো, আমরাতো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهِ ۝﴾

৬৩. সে (সাথী) বললো—আপনি কি খেয়াল করেছেন—আমরা যখন পাথরটির কাছে থেমেছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম; আর আমাকে তা কিছুই ভুলিয়ে দেয়নি

﴿فَلَمَّا-অতপর যখন তারা ; بَلَغَا-উভয়ে পৌঁছলেন ; مَجْمَعَ-সংযোগস্থলে ; بَيْنَهُمَا - সেই দু'য়ের ; نَسِيَا-তাঁরা ভুলে গেলেন ; حُوتَهُمَا-(হুত+হুমা)-তাঁদের মাছের কথা ; فِي الْبَحْرِ-তখন বানিয়ে নিল সে (মাছটি) ; سَبِيلَهُ-(সবিল+হু)-তার পথ ; اتَّخَذَ-সাগরে ; سَرَبًا-সুড়ঙ্গের মতো করে। ৬১-তারপর যখন ; جَاوَزَا-তাঁরা উভয়ে (স্থানটি) অতিক্রম করে এগিয়ে গেল ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; لِفَتَاهُ-(ল+ফতী+)-তাঁর যুবক সাথীকে ; إِنِّي-নিজেকে ; جَدُّ-আমাদের নাশতা ; أَتَانَا-আমাদের সফরে ; نَصَبًا-এ-ক্লান্ত। ৬২-সে (সাথী) বললো ; قَالَ-আপনি কি খেয়াল করেছেন ; إِذْ-যখন ; أَوَيْنَا-আমরা থেমেছিলাম ; إِلَى الصَّخْرَةِ-পাথরটির কাছে ; نَسِيتُ-আমি অবশ্যই ; الْحُوتَ-মাছটির কথা ; وَمَا أَنْسَنِيهِ-(মা+আনসী+নি)-ভুলেই গিয়েছিলাম ; ৬৩-আমাকে তা কিছুই ভুলিয়ে দেয়নি ;

বনী ইসরাঈলের লোকেরা তৎকালীন যালিম শাসক ফিরআউনের অত্যাচারে যে অস্থিরতার মধ্যে পড়ে বলে উঠেছিল যে, “হে আল্লাহ এ যালিমদের উপর তোমার নিয়ামত বর্ষণ এবং আমাদের উপর তাদের এ অত্যাচার আর কতোদিন চলবে।” তৈমনি এক অবস্থার মধ্যে রাসূলুল্লাহর নবুওয়াতের প্রথম দিকের মুসলমানরাও দিন যাপন করছিল। ফিরআউনের অত্যাচারে সে সময় মূসা আ. পর্যন্ত বলে উঠেছিল যে, “হে আমাদের রব, তুমি ফিরআউন ও তার দরবারের লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনের বড় শান-শওকত, জাকজমক, চাকচিক্য, ও ধন-মাল দান করেছো। হে পরওয়ারদিগার, এটা কি এজন্য যে, তারা দুনিয়াবাসীকে তোমার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে” মক্কার মুসলমানদের উপরও কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা তেমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আর

إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

তা স্মরণ রাখতে শয়তান ছাড়া ; আর সে মাছটিও আশ্চর্যজনকভাবে
সাগরে নিজের পথ বানিয়ে নিল ।

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَ عَبْدًا

৬৪. তিনি (মূসা) বললেন—‘ওটাইতো তা, যা আমরা খুঁজছিলাম ।’৬৫ তারপর তাঁরা পেছনে চললেন নিজেদের
পায়ের ছাপ ধরে । ৬৫. তখন তাঁরা সাক্ষাত পেলেন এক বান্দাহর

مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهُ

আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে, যাকে আমি আমার তরফ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং তাকে আমি
আমার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম ।৬৬. বললেন তাঁকে

সে-আত্ম-তা-আর ; -তা স্মরণ রাখতে ; -শয়তান ; -ছাড়া ; -সে
-আশ্চর্যজনকভাবে ; -তিনি (মূসা) বললেন ; -ওটাইতো ; -তা, যা ;
-আমরা খুঁজছিলাম ; -তারপর তাঁরা পেছনে চললেন ;
-নিজেদের ছাপ ধরে ; -পায়ের ছাপ ।
-আমার (-) -আমাদের মধ্য থেকে ; -রহমত ; -তাকে আমি দান করেছিলাম ;
-আমাদের তরফ থেকে ; -এবং ; -তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম ;
-আমাদের পক্ষ থেকে ; -এক বিশেষ জ্ঞান ; -তাকে ;

সে জন্যই এ ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা বাহ্যিক
চোখে যা দেখছো, মূলত ব্যাপারটা এমন নয়। কাফির বেঈমানদের দুনিয়ার চাকচিক্য ও
জৌলুস দেখে তোমরা মনভাঙা হয়ো না। এর পরিণাম অবশ্যই মন্দ। আর তোমাদের
উপর যেসব বিপদ-মসীবত ও দরিদ্রতার সয়লাব-এর পরিণাম অবশ্যই কল্যাণকর।
সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাদের অবশ্যই সতর্ক ও সচেতন থাকা উচিত।

৫৮. অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যস্থলের নিশানা এমনটিই বলা হয়েছিল। এ থেকে বুঝা
যায় যে, মূসা আ.-এর এ সফর আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল যে,
তোমাদের নিকট রক্ষিত মাছটি যেখানে অদৃশ্য হয়ে যাবে, সেখানেই তোমাদের সাথে
সেই বান্দাহর সাক্ষাত ঘটবে, যার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তোমাকে পাঠানো হচ্ছে।

৫৯. এখানে বর্ণিত আল্লাহর সেই বান্দাহর নাম হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে ‘খিজির’।

مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رَبِّدَا ۖ قَالَ إِنَّكَ

মূসা—‘আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, আপনি আমাকে শেখাবেন তা থেকে, সত্যের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে’? ৬৭. তিনি বললেন—‘আপনি নিশ্চিত

لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

সবর করে আমার সাথে থাকতে পারবেন না। ৬৮. আর কিভাবেই আপনি সে সম্পর্কে সবর করবেন, যা আপনার জানার আওতাধীন নয়।’

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

৬৯. তিনি (মূসা) বললেন—‘ইনশাআল্লাহ নিশ্চিত। আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।’

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৭০. তিনি বললেন—অতপর আপনি যদি আমার অনুসরণ করতেই চান, তবে আমাকে কোনো বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি আপনাকে সে বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলি।

মূসা-মূসা; هَلْ أَتَّبِعُكَ-(হল+اتبع+ক)-আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি; عَلَّمْتَ-এ শর্তে; أَنْ تُعَلِّمَ-আপনি আমাকে শেখাবেন; مِمَّا-তা থেকে, যে; رَبِّدَا-আপনাকে শেখানো হয়েছে; قَالَ-তিনি বললেন; إِنَّكَ-আপনি নিশ্চিত; لَن تَسْتَطِيعَ-থাকতে পারবেন না; مَعِيَ-আমার সাথে; صَبْرًا-সবর করে; عَلَىٰ مَا-সে সম্পর্কে; كَيْفَ-কিভাবেই; تَصْبِرُ-আপনি সবর করবেন; مَا-আপনার আওতাধীন নয়; لَمْ تُحِطْ-সে সম্পর্কে; خُبْرًا-জানার।
 ৬৯. তিনি (মূসা) বললেন; سَتَجِدُنِي-নিশ্চিত আপনি আমাকে পাবেন; إِن شَاءَ-এবং; اللَّهُ-ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান); صَابِرًا-ধৈর্যশীল; وَلَا أَعْصِي-আমি অমান্য করবো না; لَكَ-আপনার; أَمْرًا-কোনো আদেশ।
 ৭০. তিনি বললেন; فَإِنِ-অতপর আপনি যদি আমার অনুসরণ করতেই চান; تَسْأَلْنِي-কোনো বিষয়ে কিছু; عَنْ شَيْءٍ-কোনো বিষয়ে; حَتَّى-যে পর্যন্ত না; أُحْدِثَ-আমি বলি; لَكَ-আপনাকে; مِنْهُ-সে বিষয়ে; ذِكْرًا-প্রকাশ্যে।

কুরআন মাজীদে হযরত মুসা আ.-এর সফর সাথীর নাম উল্লিখিত হয়নি। তবে কোনো কোনো বর্ণনা মতে তাঁর নাম ছিল 'ইউশা ইবনে নূন'।

৯ রুক্ব' (৬০-৭০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসা আ.-এর এ ঘটনা উল্লেখ করার কারণ হলো দুনিয়াবাসীকে এক মহাসত্য সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া যে, তোমরা বাহ্যিক চোখে যা দেখে তার অন্তরালে কুদরতের এমন মহা বিশ্বয় লুকিয়ে আছে যা তোমরা জানো না। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কুদরতেই সৃষ্টিজগতের সবকিছু আবর্তিত হয়। আর বাহ্যিক ঘটনার অন্তরালে আল্লাহর কল্যাণময় ইচ্ছা-ই কার্যকর।

২. আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-কে তাঁর কুদরতের খানিকটা ঝলক দেখিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদের বর্তমান দুর্দশামস্ত অবস্থার পরিণাম অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্যময়। সুতরাং বর্তমান অবস্থার জন্য হতাশামস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৩. দুনিয়াতে কাম্বির, মুশারিক ও যালিমদের বিলাসপূর্ণ সচ্ছল জীবনের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ। অপরদিকে আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের দুঃখ-দরিদ্রতাপূর্ণ জীবনের পরিণাম ফল শুভ।

৪. মুসা আ.-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে বনী ইসরাঈলের উপর ফিরআউনের যুলম-নির্যাতন যেমন নেমে এসেছিল, তেমনি মুহাম্মাদ স.-এর নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের উপরও কুরাইশদের যুলম-নির্যাতন নেমে এসেছিল। আর সে অবস্থায় এ ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ স. ও মুসলমানদেরকে উপরোক্ত মহাসত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে পারে।



সূরা হিসেবে রুক'-১০

পারা হিসেবে রুক'-১

আয়াত সংখ্যা-১২

﴿فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ

৭১. অতপর তারা দু'জন চললেন, অবশেষে তারা যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি (লোকটি) তাতে ছিদ্র করে দিলেন ; তিনি (মূসা) বললেন—“আপনি কি এতে এজন্য ছিদ্র করে দিলেন যে, এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেবেন ?

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ ﴿٩٢﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

নিসন্দেহে আপনি একটি গুরুতর কাজ করেছেন।” ৭২. তিনি (লোকটি) বললেন—“আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে সবর করতে সক্ষম হবেন না।”

﴿قَالَ لَا تُؤْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝

৭৩. তিনি (মূসা) বললেন—“আমাকে সেজন্য পাকড়াও করবেন না যা আমি ভুলে গিয়েছি এবং আমার কাজে আমার প্রতি এতোটা কঠোরতা আরোপ করবেন না।”

﴿٩٣﴾ فَأَنطَلَقَا-(ফ+অনطلقা)-অতপর তারা দু'জন চললেন ; حَتَّى-অবশেষে ; إِذَا-যখন ;

رَكِبَا-আরোহণ করলেন ; فِي السَّفِينَةِ-নৌকায় ; خَرَقَهَا-(খর+হা)-তিনি (লোকটি) তাতে ছিদ্র করে দিলেন ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; أَخَرَقْتَهَا-(খ+অরقت+হা)-আপনি কি এতে ছিদ্র করে দিলেন ; لِتُغْرِقَ-এজন্য যে, আপনি ডুবিয়ে দেবেন ; أَهْلَهَا-(আহল+হা)-এর আরোহীদেরকে ; لَقَدْ جِئْتَ-নিসন্দেহে আপনি করেছেন ; شَيْئًا-কাজ ; إِمْرًا-গুরুতর। ﴿٩٢﴾ قَالَ-তিনি (লোকটি) বললেন ; أَلَمْ أَقُلْ-আমি কি বলিনি ; إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ-(আন+ক)-নিশ্চিত আপনি ; مَعِيَ-আমার সাথে ; صَبْرًا-সবর করতে। ﴿٩٣﴾ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; لَا تُؤْخِذْنِي-আমাকে পাকড়াও করবেন না ; بِمَا نَسِيتُ-আমি ভুলে গিয়েছি ; عُسْرًا-এবং ; مِنْ أَمْرِي-আমার কাজে ; لَا تُرْهِقْنِي-আমার প্রতি আরোপ করবেন না ; عُسْرًا-কঠোরতা।

﴿١٩﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ

৭৪. অতপর তাঁরা উভয়ে চলতে থাকলেন, এমনকি তাঁরা যখন একটি বালককে দেখলেন তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন ; তিনি (যুসা) বললেন—“আপনি কি একটি নির্দোষ জীবনকে হত্যা করলেন কোনো প্রাণের বিনিময় ছাড়া ?

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَّكَرًا ○

নিসন্দেহে আপনি এক মহা অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন।”

١٩) قَالَ أَرَأَيْتَ لَكَ إِنَّا لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

৭৫. তিনি (লোকটি) বললেন—“আমি কি আপনাকে বলিনি যে, নিশ্চয় আপনি কিছুতেই আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবেন না ?”

١٥ قَالَ إِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ

৭৬. তিনি (মুসা) বললেন—“এরপরও আমি যদি আপনাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না, নিশ্চয় আপনি পৌঁছে গেছেন

مِنْ لَدُنِّي عَزْرًا ۖ فَانْطَلَقْنَا وَنُحِتْ لَهَا إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا

আমার পক্ষ থেকে ষড়ের শেষ সীমায় ১৭৭. অতপর তাঁরা উভয়ে চলতে লাগলেন, অবশেষে যখন তাঁরা এক গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে এলেন—তাঁরা তার অধিবাসীদের কাছে খাদ্য চাইলেন

৯৮ - لَقِيَ - যখন; إِذَا - এমনকি; حَتَّى - অতপর তারা উভয়ে চলতে থাকলেন; فَانْطَلَقَا - দেখলেন; قَالَ - তিনি; فَاتَى - একাধিক বালককে; فَاتَى - তিনি তাকে হত্যা করলেন; قَالَ - তিনি (মুসা) বললেন; وَأَقْتَلْتُ - আপনি কি হত্যা করলেন; نَفْسًا - একটি জীবনকে; وَكَيْفَ - নির্দোষ; بِغَيْرِ - ছাড়া; نَفْسٍ - প্রাণের বিনিময়; لَقَدْ جِئْتُكُمْ - নিসন্দেহে আপনি কর্তে ফেলেছেন; شَيْئًا - কাজ; تُكْرَهُ - মহা অন্যায়। ৯৯ - قَالَ - তিনি (লোকটি) বললেন; أَلَمْ - لنَ تَسْتَطِيعَ - আমি কি বলিনি; إِنَّكَ - আপনাকে; نَسِيتَ - নিশ্চিত আপনি - কিছুতেই আপনি পারবেন না; وَمَعِيَ - আমার সাথে; صَبْرًا - সবর করে। ১০০ - قَالَ - তিনি (মুসা) বললেন; إِنْ - যদি; سَأَلْتُكَ - আপনাকে প্রশ্ন করি; عَنْ شَيْءٍ - কোনো বিষয়ে; فَدَعْ - এরপরও; فَلَا تُصَحِّحْنِي - তাহলে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না; وَعَنْزُرًا - নিসন্দেহে আপনি পৌছে গেছেন; مِنْ لَدُنِّي - আমার পক্ষ থেকে; غَدْرًا - ওয়রের শেষ সীমায়। ১০১ - فَانْطَلَقَا - অতপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন; حَتَّى - অবশেষে; إِذَا - যখন; أَتَى - তাঁরা উভয়ে এলেন; أَهْلَ - বাসিন্দাদের কাছে; قَرْيَةٍ - এক গ্রামের; أَهْلَهَا - অধিবাসীদের কাছে;

فَابُوا أَنْ يُصِيفُوا وَهَذَا فَوْجَدًا فِيهَا جَدَّارًا يَرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ فَاَقَامَهُ

কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো, তখন তাঁরা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলো এবং তিনি (লোকটি) তা দাঁড় করিয়ে দিলেন ;

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي

তিনি (মূসা) বললেন—“আপনি যদি চাইতেন, এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক অবশ্যই নিতে পারতেন।” তিনি (লোকটি) বললেন—এটাই সম্পর্ক ছিন্ন আমার মধ্যে

وَبَيْنِكَ سَائِئِكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ أَمَّا السَّفِينَةُ

ও আপনার মধ্যে ; আমি এখনই জানিয়ে দিচ্ছি সেসবের মূলতত্ত্ব যে সম্পর্কে আপনি সবর করতে পারেন নি। ৭৯. নৌকাটির ব্যাপার

فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

তা ছিল কিছু গরীব মানুষের তারা সাগরে কাজ করতো, আমি সেটা খুঁত বিশিষ্ট করে দিতে চাইলাম, কেননা,

فَابُوا أَنْ يُصِيفُوا-তাঁদের মেহমানদারী করতে ; (ف+ابوا)-কিন্তু তারা অস্বীকার করলো ; وَهَذَا-একটি ; (ফ+জদা)-তখন তাঁরা পেলেন ; فِيهَا-সেখানে ; جَدَّارًا-একটি দেয়াল ; (ফ+আম+হ)-ফাআম+হে-যা ভেঙ্গে পড়ার ; يُنْقَضُ-উপক্রম হলো ; يَرِيدُ-এবং তিনি তা দাঁড় করিয়ে দিলেন ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; لَوْ-যদি ; شِئْتَ-আপনি চাইতেন ; لَتَّخَذْتَ-অবশ্যই নিতে পারতেন ; عَلَيْهِ-এর বিনিময়ে ; أَجْرًا-কিছু পারিশ্রমিক ; قَالَ-তিনি (লোকটি) বললেন ; هَذَا-এটাই ; فِرَاقُ-সম্পর্ক ছিন্ন ; بَيْنِي-আমার মধ্যে ; (بين+ي)-আপনার মধ্যে ; (بين+ك)-আপনার মধ্যে ; سَائِئِكَ-আমি এখনই জানিয়ে দিচ্ছি ; بِتَأْوِيلِ-মূলতত্ত্ব ; مَا-যে সম্পর্কে ; لَمْ-আপনি পারেননি ; تَسْتَطِعْ-সে সবর ; صَبْرًا-সবর করতে । ৭৯. নৌকাটির ব্যাপার ; (ف+কান+ত)-তা ছিল ; (ف+কান+ত)-নৌকাটির ব্যাপার ; (اما+ال+সফিনে)-আম্মা সফিনে ৭৯. فِي الْبَحْرِ-সাগরে ; يَعْمَلُونَ-তারা কাজ করতো ; لِمَسْكِينَ-কিছু গরীব মানুষের ; فَأَرَدْتُ-আমি চাইলাম ; أَنْ أَعِيبَهَا-সেটা খুঁত বিশিষ্ট করে দিতে ; وَ-কেননা ; كَانَ-ছিল ;

وَرَأَاهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝۷۵ وَأَمَّا الْفُلُ فَأَكَانَ أَبْوَةً

তাদের পেছনে ছিল এক বাদশাহ, যে সব (নিখুঁত) নৌকা নিয়ে নিত জোর করে।

৮০. আর বালকটির ব্যাপার—তার মাতাপিতা ছিল

مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يَرَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٦٧﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا

মু'মিন ; আমি আশংকা করলাম যে, সে (বালকটি) তাদেরকে কষ্ট দেবে অবাধ্য হয়ে ও কুফরী করে । ৮১. অতএব আমি চাইলাম যে, তাদেরকে বদলে দিয়ে দেবেন

رَبُّمَا خَيْرٌ مِنْهُ زَكَاةٌ وَأَقْرَبُ رَحْمًا ﴿٦٠﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ

তাদের প্রতিপালক তার চেয়ে উত্তম (সন্তান) পবিত্রতার দিক থেকে এবং অধিক নিকটবর্তী দয়ার দিক থেকে। ৮২. আর দেয়ালটির ব্যাপার—তা ছিল

لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ

শহরের দু'জন ইয়াতীম বালকের এবং তার নীচে রয়েছে তাদের জন্য

লুকানো ধন-সম্পদ আর ছিল

; يَاخُذْ-যে নিয়ে নিত ; এক বাদশাহ ; مَلِكْ-তাদের পেছনে (وراء+هم)-وَرَاءَهُمْ
 - أَمَّا الْعُلَمُ ; আর و- (৩০) । জোর করে - غَصَبًا ; নৌকা (نِشْوَ) سَفِينَةٍ ; সব - كُلُّ
 ; তার মাতা-পিতা (ابوا+ه)-أَبَوُهُ ; ছিল (ف+كان)-فَكَانَ ; বালকটির ব্যাপার ;
 ; আমি আশংকা করলাম (ف+خَشِينَا)-فَخَشِينَا ; মু'মিন মু'মিন ;
 - كُفْرًا ; ও-و ; অবাধ্য - طُغْيَانًا ; সে তাদেরকে কষ্ট দেবে ; يُرْهِقُهُمَا
 (يبدل+)-يُبْدِلُهُمَا , যে-أَنْ ; অতএব আমি চাইলাম (ف+اردنا)-فَارَدْنَا (৩১) ।
 ; তাদের প্রতিপালক (رب+هما)-رَبُّهُمَا ; তাদেরকে বদলে দিয়ে দেবেন (هما-
 - وَ ; পবিত্রতার দিক থেকে - زَكَاةً ; তার চেয়ে (من+ه)-مِنْهُ ; উত্তম (সন্তান) -
 - أَمَّا الْجِدَارُ ; আর و- (৩২) । দয়ার দিক থেকে - رَحْمًا ; অধিক নিকটবর্তী ;
 ; ইয়াতীম - يَتِيمَيْنِ ; দু'জন বালকের - لِعَلَمَيْنِ ; তা ছিল - فَكَانَ ; দেয়ালটির ব্যাপার ;
 - كُنْزٌ ; তার নীচে (تحت+ه)-تَحْتَهُ ; রয়েছে - كَانَ ; এবং - وَ ; শহরের - فِي الْمَدِينَةِ
 ; ছিল - كَانَ ; আর - وَ ; তাদের জন্য - لَهُمَا ; লুকানো ধন-সম্পদ ;

أَبُوهُمَا صَالِحًا ۖ فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

তাদের পিতা একজন নেককার লোক, তাই আপনার প্রতিপালক চাইলেন যে, তারা যৌবনে উপনীত হোক এবং বের করে নিক

كُنْزُهُمَا فِي رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ۖ

তাদের লুকানো সম্পদ—(এ ছিল) আপনার প্রতিপালকের দয়া ;
আর আমি এসব কিছু নিজ ইচ্ছা থেকে করিনি ।

ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

এটাই সেন্সবের ব্যাখ্যা যাতে আপনি সবর করতে পারেননি।^{৬০}

[illegible]

৬০. কুরআনে বর্ণিত এ কাহিনীতে উল্লেখিত ব্যক্তি যার নাম হাদীসে হযরত খিযির আ. বলে উল্লিখিত হয়েছে—তিনি মানুষ ছিলেন, না-কি ফেরেশতা, অথবা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্য হতে এক সৃষ্টি ছিলেন যারা শরীআত পালনে বাধ্য নয়—এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। তবে আগের কালের মুফাসসিরীনে কেরামের অনেকের মতে, তিনি মানুষ ছিলেন না ; কেননা, তিনি যে তিনটি কাজ করেছেন তার প্রথম দুটি কাজকে আল্লাহর শরীআত অনুমোদন দেয় না। অথচ মানুষ হলে আল্লাহর শরীআত মানা তাঁর উপর অবশ্য কর্তব্য। কোনো নবীর শরীআতেই এমন কাজকে অনুমোদন দেয় না যে, একজনের একটা নৌকাকে খুঁতযুক্ত করে দেয়া এবং একটা নিরপরাধ বালককে হত্যা করে ফেলা। যদি বলা হয়, তিনি ইলহামের মাধ্যমে এ কাজের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে জেনে একাজ করেছেন—কিন্তু শরীআত ইলহামের ভিত্তিতে বাহ্যিক শরীআতের বিরোধী কোনো অপরাধমূলক কাজকে অনুমোদন করে না। তবে তাঁকে যদি মানব জাতির বাইরে ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টি বলে ধরে নেয়া যায়, যাদের উপর শরীআতের বিধান কার্যকর নয় এবং তাঁরা কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা প্রয়োগ করেন, তাহলেই খিযির আ.-এর প্রথমোক্ত কাজ দুটির বৈধতা মেনে নেয়া যায় এবং কোনো সংশয় থাকে না। আর

কুরআন মাজীদেও তাঁকে মানুষ বলে উল্লেখ করেনি। কুরআনে তাঁকে আমার বান্দাহদের মধ্যে এক বান্দাহ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর মানুষ ছাড়াও ‘বান্দাহ’ শব্দের প্রয়োগ অন্যদের জন্যও হয়ে থাকে। আর হাদীসেও ‘রাজুলুন’ তথা ‘এক ব্যক্তি’ উল্লিখিত হয়েছে। আর ‘রাজুলুন’ শব্দেও মানুষ ছাড়া অন্যদের জন্যও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং খিযির আ.-কে মানবজাতির বাইরে আল্লাহর কোনো বিশেষ সৃষ্টি বলে মেনে নিলেই কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না।

১০ রুকু’ (৭১-৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত মূসা আ. ছিলেন আল্লাহর নবী। আলোচ্য ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্য জগতের অন্তরালে তাঁর কুদরতের কার্যকারিতার খানিকটা জানিয়ে দিলেন।

২. আমরাও এ কাহিনীর মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, প্রকাশ্যভাবে দুনিয়াতে ঘটমান যা কিছু আমরা দেখি, তার প্রত্যেকটির অন্তরালে আল্লাহর কল্যাণেচ্ছা কার্যকর রয়েছে। যা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

৩. হযরত খিযির আ.-এর তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দু’টি কাজকে আল্লাহর দেয়া শরীআত অনুমোদন দেয় না; কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে খিযির আ. মানুষ ছিলেন না, তাই শরয়ী বিধান তাঁর উপর কার্যকর নয়। তিনি এমন এক সৃষ্টি যারা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর করে থাকেন। এটা তাঁর এ উক্তি—“আমি নিজের ইচ্ছায় এসব কিছু করিনি।” থেকেই প্রমাণিত হয়।

৪. বর্তমান সময়কালেও আমাদের আশেপাশে প্রতিনিয়ত এমন অনেক ঘটনা-ই ঘটে চলছে যার অভিনিহিত কল্যাণকারিতা আমাদের বোধগম্য হয়না; কারণ আমাদের জ্ঞান একেবারে সীমিত। এ সসীম জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর অসীম কুদরতকে পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

৫. আখিয়ায়ে কিরাম-ই আল্লাহর কিছুটা ওহীর জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়ে তাঁর কুদরত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পেরেছেন। সুতরাং নির্ভুল জ্ঞান নবী-রাসূলদের নিকট থেকেই লাভ করা সম্ভব।

অতএব আমাদেরকে তাঁদের-ই অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে—এর কোনো বিকল্প নেই।

৬. নির্ভুল জ্ঞানের মাধ্যমেই নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব। আর নির্ভুল জ্ঞানের উৎস হলো ওহী। সুতরাং ওহীর জ্ঞান থেকে আলো সংগ্রহ করেই জীবন-যাপন করতে হবে। আর তখনই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ কতে পারবো।



সূরা হিসেবে রুক'-১১

পারা হিসেবে রুক'-২

আয়াত সংখ্যা-১৯

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৮৩. আর তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন—‘আমি এখনই তোমাদের কাছে তার বিবরণ পেশ করছি।’

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّخَذْنَا مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝ فَاتَّبَعِ سَبِيلَ ۝

৮৪. নিশ্চয়ই আমি তাকে যমীনে আধিপত্য দান করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রচুর উপকরণ। ৮৫. অতপর সে এক পথে চলতে থাকলো।

৮৩-আর ; وَيَسْأَلُونَكَ-তারা জিজ্ঞেস করে ; الْقَرْنَيْنِ-সম্পর্কে ; عَنْ-সম্পর্কে ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; سَأَتْلُوا-আমি এখনই পেশ করছি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের কাছে ; مِنْهُ-তার ; ذِكْرًا-বিবরণ। ৮৪-নিশ্চয় আমি ; مَكَّنَّا-আধিপত্য দান করেছি ; فِي-তাকে ; الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-এবং ; اتَّخَذْنَا-তাকে দিয়েছিলাম ; مِنْهُ-প্রত্যেকটি ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বিষয়ের ; سَبَبًا-প্রচুর উপকরণ। ৮৫-অতপর সে চলতে থাকলো ; فَاتَّبَعِ-এক পথে।

৬১. যুলকারনাইনের কাহিনীও আসহাবে কাহাফ ও খিযির আ.-এর কাহিনীর মতোই মক্কার কাফিরদের প্রশ্নের জবাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এ তিনটি কাহিনী সম্পর্কে মক্কার কাফিররা আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদীদের পরামর্শে নবী কারীম স.-কে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল।

৬২. এ আয়াতে ‘যুলকারনাইন’ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ‘যুলকারনাইন’ শব্দের অর্থ-‘দু’ শিংধারী’। এটা একটা উপাধি। এ উপাধি কার ছিল এবং যুলকারনাইন কে ছিলেন এ সম্পর্কে প্রাচীন কাল থেকে বেশ মতভেদ রয়েছে। তবে কুরআন মাজীদে বর্ণনা মতে যুলকারনাইন সম্পর্কে নবী স.-কে প্রশ্ন করার জন্য ইয়াহুদীরাই মক্কার কাফিরদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল। সুতরাং ‘দু’ শিংধারী’ বলতে ইয়াহুদীরা কাকে বুঝিয়েছে তা তাদের সাহিত্য পাঠে জানা যেতে পারে।

অতপর যে কয়জন বাদশাহর যুলকারনাইন হওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে কার সাথে কুরআন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মিল রয়েছে তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ে দেখতে হবে সে কয়েকজনের মধ্যে কার সাম্রাজ্য পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল।

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ﴾

৮৬. এমন কি যখন সে পৌঁছল সূর্যের অস্ত যাওয়ার স্থানে, ^{৬৩} সে তাকে দেখতে পেল যে, তা ডুবে যাচ্ছে একটি কাদাময় ডোবায় ^{৬৪}

﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْتُمْ تُعَذِّبُونَ وَإِنَّمَا

এবং সে তার নিকটে এক জাতির সাক্ষাত পেল ; আমি বললাম—হে যুলকারনাইন, হয়তো (এদের) তুমি শাস্তি দেবে অথবা

أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۖ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ

তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। ^{৬৫} ৮৭. সে বললো—যে কেউ যুল্ম করবে, আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দেবো তারপর

﴿الشَّمْسِ ۖ حَتَّىٰ-এমনকি ; إِذَا-যখন ; بَلَغَ-সে পৌঁছল ; مَغْرِبَ-অস্ত যাওয়ার স্থানে ; الشَّمْسِ-সূর্যের ; وَجَدَهَا-সে তাকে দেখতে পেল ; تَغْرُبُ-তা ডুবে যাচ্ছে ; عَيْنٍ-একটি

ডোবায় ; حَمِئَةٍ-কাদাময় ; وَ-এবং ; وَجَدَ-সে সাক্ষাত পেল ; عِنْدَهَا-তার নিকটে ; قَوْمًا-এক জাতির ; الْقَارِئِينَ-আমি বললাম ; إِنَّمَا-হয়তো ; أَنْ-এক জাতির ;

تُعَذِّبُونَ-শাস্তি দেবে তুমি ; وَإِنَّمَا-অথবা ; أَنْ-আচরণ করবে ; فِيهِمْ-তাদের সাথে ;

حُسْنًا-উত্তম। ৮৭. قَالَ-সে বললো ; أَمَّا مَنْ-যে কেউ ; ظَلَمَ-যুল্ম করবে ;

فَسَوْفَ-অবশ্যই ; نُعَذِّبُهُ-আমি তাকে শাস্তি দেবো ; ثُمَّ-তারপর ;

تَتَّخِذَ-আচরণ করবে ; فِيهِمْ-তাদের সাথে ;

حُسْنًا-উত্তম। ৮৭. قَالَ-সে বললো ; أَمَّا مَنْ-যে কেউ ; ظَلَمَ-যুল্ম করবে ;

فَسَوْفَ-অবশ্যই ; نُعَذِّبُهُ-আমি তাকে শাস্তি দেবো ; ثُمَّ-তারপর ;

تَتَّخِذَ-আচরণ করবে ; فِيهِمْ-তাদের সাথে ;

حُسْنًا-উত্তম। ৮৭. قَالَ-সে বললো ; أَمَّا مَنْ-যে কেউ ; ظَلَمَ-যুল্ম করবে ;

فَسَوْفَ-অবশ্যই ; نُعَذِّبُهُ-আমি তাকে শাস্তি দেবো ; ثُمَّ-তারপর ;

تَتَّخِذَ-আচরণ করবে ; فِيهِمْ-তাদের সাথে ;

حُسْنًا-উত্তম। ৮৭. قَالَ-সে বললো ; أَمَّا مَنْ-যে কেউ ; ظَلَمَ-যুল্ম করবে ;

فَسَوْفَ-অবশ্যই ; نُعَذِّبُهُ-আমি তাকে শাস্তি দেবো ; ثُمَّ-তারপর ;

تَتَّخِذَ-আচরণ করবে ; فِيهِمْ-তাদের সাথে ;

حُسْنًا-উত্তম। ৮৭. قَالَ-সে বললো ; أَمَّا مَنْ-যে কেউ ; ظَلَمَ-যুল্ম করবে ;

فَسَوْفَ-অবশ্যই ; نُعَذِّبُهُ-আমি তাকে শাস্তি দেবো ; ثُمَّ-তারপর ;

تَتَّخِذَ-আচরণ করবে ; فِيهِمْ-তাদের সাথে ;

حُسْنًا-উত্তম। ৮৭. قَالَ-সে বললো ; أَمَّا مَنْ-যে কেউ ; ظَلَمَ-যুল্ম করবে ;

এরপর দেখতে হবে—এদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ইয়াজ্জ ও মাজ্জের আক্রমণ থেকে তার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দুই পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকায় সুদৃঢ় দেয়াল তৈরি করেছিল এবং ইয়াজ্জ-মাজ্জ কাদেরকে বলা হতো।

অবশেষে দেখতে হবে এদের মধ্যে কে আল্লাহভীরু ও ন্যায়বিচারক ছিলেন। এসব বিষয়গুলো বিবেচনার পর জানা যায় যে, এ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় পারস্য সম্রাট খসরুর মধ্যে। তাঁর উত্থান হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৯ সালের কাছাকাছি সময়ে। তবে তাঁকে ‘যুলকারনাইন’ হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য আরো অধিক সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন।

৬৩. ‘সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থান’ দ্বারা বুঝানো হয়েছে—সেদিকে যতটুকু যাওয়া সম্ভব ছিল ততটুকু। অর্থাৎ যুলকারনাইন পশ্চিম দিকে দেশের পর দেশ জয় করে স্থলভাগের শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। এরপরেই ছিল জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্র।

৬৪. অর্থাৎ সমুদ্রের ঘোলা-কালো পানিতে সূর্যাস্তের দৃশ্যকে মনে হয় যেন সূর্য কাদাময় জলাশয়ে ডুবে যাচ্ছে। ‘যুলকারনাইন’ দ্বারা যদি সম্রাট খসরু-কে বুঝানো হয়ে

يُرْدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ۝ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

তাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে তার প্রতিপালকের কাছে এবং তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। ৮৮. আর যে কেউ ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে

فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنُقُولُ لَهُ مِن أَمْرِنَا يُسْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝

তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার ; এবং আমরা অবশ্যই আমাদের আচরণে তার সাথে সহজ কথা বলবো। ৮৯. তারপর সে আর এক পথে চললো।

۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ

৯০. এমন কি সে যখন পৌছল সূর্য উদয়ের স্থলে, সে দেখতে পেল তাকে (সূর্যকে), তা উদয় হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর হতে

لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۝ كَذٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ

যাদের জন্য আমি রাখিনি কোনো আবরণ সেটা (সূর্য) ছাড়া। ৯১. এরূপই (প্রকৃত ঘটনা) ; আর নিসন্দেহে আমি অবগত হয়েছি যা ছিল তার নিকট

ফ.+)-فَيُعَذِّبُهُ-তার প্রতিপালকের ; رَبِّهِ-কাছে ; إِلَى-তাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে ; يُرْدُّ-আর ; ۝-আর ; نُكْرًا-কঠোর ; عَذَابًا-শাস্তি ; এবং তিনি তাকে শাস্তি দেবেন ; (يعذب+ه) ; نেক ; صَالِحًا-আমল করবে ; এবং ; وَ-ঈমান আনবে ; آمَنَ-যে কেউ ; ثُمَّ-তার জন্য রয়েছে ; الْحُسْنَىٰ-উত্তম ; এবং ; وَ-আমরা ; سَنُقُولُ-অবশ্যই বলবো ; لَهُ-তার সাথে ; يُسْرًا-সহজ ; ثُمَّ-আমাদের আচরণে ; مِن أَمْرِنَا-তার সাথে ; ۝-আর এক পথে ; اتَّبَعَ-সে চললো ; سَبَبًا-তারপর ; حَتَّى-এমনকি ; إِذَا-যখন ; بَلَغَ-সে দেখতে ; (وجد+ها)-উদয়ের স্থলে ; مَطْلِعَ-সূর্য ; (تَطْلُعُ)-সে পৌছল ; عَلَى-পেল তাকে (সূর্যকে) ; قَوْمٍ-এক সম্প্রদায়ের ; (وجد+ها)-উদয়ের স্থলে ; تَطْلُعُ-তা উদয় হচ্ছে ; عَلَى-উপর হতে ; قَوْمٍ-এক সম্প্রদায়ের ; لَمْ نَجْعَلْ-আমি রাখিনি ; لَهُم-যাদের জন্য ; (سِتْرًا)-কোনো আবরণ ; كَذٰلِكَ-এরূপই (প্রকৃত ঘটনা) ; وَ-আর ; قَدْ-যা ছিল ; لَدَيْهِ-তার নিকট ; أَحَطْنَا-নিসন্দেহে আমি অবগত হয়েছি ;

থাকে, তাহলে স্থলভাগের এ শেষ সীমা হলো এশিয়া মাইনর-এর পশ্চিম কুল। এখানে সাগর ছোট ছোট দ্বীপ দ্বারা বিভক্ত হয়ে গেছে। কুরআন মাজীদে আয়াতে ‘বাহার’ তথা সাগর না বলে ‘আইন’ তথা ছোট জলাশয় বলে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

৬৫. এখানে যে কথাটি আব্দুল্লাহ তাআলা যুলকারনাইনকে সরাসরি সম্বোধন করে বলেছেন তা ওহী বা ইলহামের সাহায্যে বলেছেন—এমন মনে করা এবং যুলকারনাইনের

خَبْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ

বৃত্তান্ত । ৯২. আবার সে এক পথে চললো । ৯৩. এমনকি (চলতে চলতে) সে যখন পৌঁছল দুই পর্বত-দেয়ালের মধ্যবর্তী জায়গায়, ৬৭ সে সেখানে পেলো

مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ قَالُوا يَا زُنَيْنَ

এতোদুভয় ছাড়া এক জাতিকে যারা কোনো কথা একেবারেই বুঝতে চাইত না । ৬৮
৯৪. তারা বললো—হে যুলকারনাইন

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ

নিশ্চয়ই ইয়াজুজ ও মাজুজ ৬৯ যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আমরা কি আপনাকে ব্যবস্থা করে দেবো

خُبْرًا-বৃত্তান্ত । ৯২-আবার ; ثُمَّ-সে চললো ; سَبِيلًا-এক পথে । ৯৩-এমনকি ; حَتَّىٰ-যখন ; إِذَا-যখন ; بَلَغَ-সে পৌঁছল ; بَيْنَ-মধ্যবর্তী জায়গায় ; السَّدَّيْنِ-দুই পর্বত-দেয়ালের ; وَجَدَ-সে পেলো ; قَوْمًا-এক জাতিকে ; لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ-যারা একেবারেই বুঝতে চাইতো না ; قَوْلًا-কোনো কথা ; يَأْجُوجَ-নিশ্চয়ই ; وَمَأْجُوجَ-ইয়াজুজ ; مُفْسِدُونَ-অশান্তি সৃষ্টি করছে ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ-আপনাকে ;

নবী হওয়ার কথা মেনে নেয়া আবশ্যিক নয় ; কারণ যুলকারনাইনের প্রতি আল্লাহর এ নির্দেশ সমসাময়িক কোনো নবীর মাধ্যমেও হতে পারে। অথবা এটা তখনকার অবস্থার দাবীও হতে পারে। কেন না যুলকারনাইন ছিলেন বিজয়ী। বিজিত জাতি ছিল তাঁর অধীন। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর মনে এ প্রশ্নটি জাগিয়ে দিতে পারেন যে, এখন তোমার পরীক্ষার সময় এ জাতির লোকেরা তোমরা কাছে নিতান্ত অসহায়। তুমি ইচ্ছা করলে তাদের প্রতি কঠোরতা দেখাতে পারো আর চাইলে তাদের সাথে কোমল আচরণ করতে পারো।

৬৬. অর্থাৎ যুলকারনাইন দেশের পর দেশ জয় করে এমন এক অঞ্চলে পৌঁছে ছিলেন যা ছিল সভ্য জগতের শেষ সীমা। যে অঞ্চলের বাসিন্দারা এমন বর্বর ছিল যারা বসবাসের জন্য ঘর বাড়ী বা তাঁর ব্যবহারও জানতেনা। ফলে তারা সূর্যের তাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষার ব্যবস্থা করতেও সক্ষম ছিল না।

৬৭. উল্লিখিত দু'পাহাড়ের অপর পার্শ্বেই ইয়াজুজ-মাজুজের অঞ্চল। সুতরাং এ দু'পাহাড় দ্বারা যথাসম্ভব ককেশিয়ার সেই পর্বতমালাই বুঝানো হয়ে থাকবে যার অবস্থান হলো কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মাঝখানে।

خَرَجْنَا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۖ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ

কিছু খরচের ? যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে তৈরি করে দেবেন একটি দেয়াল । ৯৫. সে বললো—এতে আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন

رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

আমার প্রতিপালক তা-ই উত্তম, অতএব তোমরা আমাকে শুধুমাত্র শক্তি দিয়ে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি ময়বুত দেয়াল তৈরি করে দেবো ।^{১০}

-بَيْنَنَا-কিছু খরচ ; -عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ-যাতে আপনি তৈরি করে দেবেন ; -خَرَجًا-একটি -سَدًّا-তাদের মধ্যে ; -بَيْنَهُمْ-; -و-; -بَيْنَنَا-আমাদের মধ্যে ; -فِيهِ-যে ক্ষমতা দিয়েছেন ; -مَا مَكْنِي-; -قَالَ ৯৫।-এতে ; -رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; -خَيْرٌ-তা-ই উত্তম ; -فَأَعِينُونِي-অতএব তোমরা আমাকে সাহায্য করো ; -بِقُوَّةٍ-শক্তি দিয়ে ; -أَجْعَلْ-আমি তৈরি করে দেবো ; -بَيْنَكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; -و-; -بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ; -رَدْمًا-একটি ময়বুত দেয়াল ।

৬৮. অর্থাৎ যুলকারনাইনের কাছে তাদের ভাষা দুর্বোধ্য ছিল। কারণ তারা ছিল একান্তই জংলী ও বর্বর। এমনকি যুলকারনাইনের সংগী-সাথী কেউ-ই তাদের ভাষা বুঝতে সক্ষম ছিল না।

৬৯. 'ইয়াজ্জ-মাজ্জ' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। তবে হাদীস থেকে যা জানা যায় তা হলো—এরা হযরত নূহ আ.-এর পুত্র ইয়াক্বেস-এর বংশধর। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে এদের আবাসস্থল ছিল এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। এরা প্রাচীনকাল থেকে সভ্যদেশসমূহে প্রায়ই আক্রমণ চালিয়ে লুণ্ঠরাজ্য করতো। কুরআন মাজীদে বর্ণনা মতে—এদের লুণ্ঠরাজ্য থেকে নিজ এলাকাকে নিরাপদ করার জন্য যুলকারনাইন এদের আগমনের পথকে লোহা ও গলিত তামার তৈরি দেয়াল দ্বারা রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জ নামক বর্বর জাতিটি হযরত ইসা আ.-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আবদ্ধ থাকবে। অতপর তারা মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণের সয়লাবে ধ্বংস হবে অনেক জনপদ। এরপর আব্বাহর ইচ্ছায় তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

কুরআন ও হাদীস থেকে যেসব তথ্য যুলকারনাইনের দেয়াল ও ইয়াজ্জ-মাজ্জ সম্পর্কে জানা যায় সে সবার প্রতি বিশ্বাস রাখা আবশ্যিক এবং এসবের বিরোধিতা করা জায়েয নয়। যুলকারনাইনের দেয়াল কোথায় অবস্থিত, ইয়াজ্জ-মাজ্জ কোন জাতি ? তারা কোথায় বসবাস করে—এসব ভৌগলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোনো

﴿٩٦﴾ اَتُوْنِيْ زَبْرًا حَدِيْدًا ۚ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قَالَ

৯৬. তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও ; অবশেষে যখন দু'পাহাড়ের মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে সমান হয়ে গেল, সে বললো—

اَنْفُخُوْا ۚ حَتّٰى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ اَتُوْنِيْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝

তোমরা হাপরে দম দিতে থাক ; এমনকি যখন তা আগুনের মতো করে ফেললো তখন সে বললো, তোমরা আমার নিকট গলিত তামা নিয়ে এসো, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই।

﴿٩٧﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ۝ قَالَ هٰذَا

৯৭. অতপর তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) তা অতিক্রমও করতে পারলো না। আর তাতে কোনো ছিদ্র করতেও পারলো না। ৯৮. সে (যুলকারনাইন) বললো—এটা

﴿٩٦﴾-তোমরা আমাকে এনে দাও ; زَبْرًا-পাত ; الْحَدِيْدُ-লোহার ; حَتّٰى-অবশেষে ; اِذَا-যখন ; سَاوٰى-সমান হয়ে গেল ; الصَّدَقَيْنِ-দু'পাহাড়ের ফাঁকা জায়গা ; قَالَ-সে (যুলকারনাইন) বললো ; اَنْفُخُوْا-তোমরা হাপরে দম দিতে থাকো ; حَتّٰى-এমনকি ; اِذَا-যখন ; جَعَلَهُ-(جعل+ه)-তা করে ফেললো ; اَتُوْنِيْ-তোমরা নিয়ে এসো আমার নিকট ; قَالَ-সে বললো ; اُفْرِغْ-আমি ঢেলে দেই ; عَلَيْهِ-এর উপর ; قِطْرًا-গলিত তামা। ﴿٩٧﴾-অতপর তারা পারলো না ; اَنْ يَّظْهَرُوْهُ-তা অতিক্রম করতে ; وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ-পারলো না ; نَقْبًا-কোনো ছিদ্র করতেও ; قَالَ-সে (যুলকারনাইন) বললো ; هٰذَا-এটা ;

আকীদা-বিশ্বাস এবং কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্ভরশীল নয়। তবে এ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য এবং বিরোধীদের অপবাদ ঋণের জন্য ওলামায়ে কিরাম যেসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন তা কুরআন মাজীদে বিখ্যাত তাফসীরসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। তাফহীমুল কুরআন, মাআরেফুল কুরআন, ইবনে কাসীর প্রভৃতি তাফসীর-এ সূরা কাহাফের আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত বিস্তারিত আলোচনাগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে।

৭০. অর্থাৎ শাসক হিসেবে একাজের দায়িত্ব আমার। তোমাদেরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করাও আমার দায়িত্ব। আর এ জন্য তোমাদের কোনো আর্থিক প্রয়োজন হবে না তোমরা শুধুমাত্র জনশক্তি দিয়ে আমার কাজে সাহায্য করবে। দেশের ধনভাণ্ডার যা আল্লাহ তাআলা আমার দায়িত্বে দিয়েছেন তা-ই এর জন্য যথেষ্ট।

رَحْمَةً مِنْ رَبِّي فَإِنَّا جَاءَ وَعَلَى رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاةً

আমার প্রতিপালকের দয়া ; অতপর যখন আমার প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ হবে,
তখন তিনি এটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন ;^{৭১}

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ وَتَرَكْنَا بَعْضُ يَوْمَيْنِ يَمُوجَ

আর আমার প্রতিপালকের ওয়াদাই সত্য।^{৭২} আর আমি যেদিন ছেড়ে দেবো,^{৭৩}
তাদের এক দলকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে তরঙ্গের মতো

فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجُمِعْنَاهُمْ جَمْعًا ۖ وَعَرْضْنَا جَهَنَّمَ

অন্যদের উপর এবং ফুক দেয়া হবে শিঙ্গায়, অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করবো একত্র করার মতো। ১০০. আর আমি জাহান্নামকে হাজির করবো

يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ۖ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ

কাফিরদের জন্য সেদিন প্রত্যক্ষভাবে । ১০১. তাদের—যাদের চোখ ছিল পর্দায় ঢাকা

وَعَدُ ; पूर्ण-हवे ; فَأَذَا ; अतपर यखन ; مِنْ رَبِّي ; दया-رحمة
 -ওয়াদা ; رَبِّي ; আমার প্রতিপালকের ; جَعَلَ(ه) -জعله ; তিনি করে দেবেন এটাকে ;
 -আমার ; وَ ; আর ; كَانَ -হয়ে থাকে ; وَعَدُ -ই ; رَبِّي ; আমার
 প্রতিপালকের ; بَعْضُهُمْ ; (+)بعض ; تَرَكْنَا -আমি ছেড়ে দেবো ; وَ(١٥٩) ; সত্য-حَقًّا ;
 فِي ; তাদের এক দলকে ; يَوْمَئِذٍ -যেদিন ; يَمُوجُ -তরঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে ;
 بَعْضُ -অন্য দলের উপর ; وَ(١٦٠) ; এবং-و ; فِي الصُّورِ -শিঙ্গায় ;
 جَمْعًا ; (+)جمعنا(هم) -অতপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করবো ;
 وَ(١٦١) ; আর ; عَرَضْنَا -আমি হাজির করবো ; جَهَنَّمَ -জাহান্নামকে ;
 الَّذِينَ(١٦٢) -তাদের ; عَرَضًا -প্রত্যক্ষভাবে ; لِلْكَافِرِينَ -কাকিরদের জন্য ; يَوْمَئِذٍ -সেদিন
 فِي غَطَاءٍ ; (+)اعين(هم) -তাদের চোখ ; كَانَتْ -ছিল ;

৭১. অর্থাৎ আমি তো আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে দেয়ালটিকে ময়বুত করে তৈরি করলাম। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের একটা মেয়াদ তো আব্বাহ তাআলা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেই মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেই মেয়াদ একমাত্র তিনিই জানেন যিনি তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৭২. এখানে যুলকারনাইনের কাহিনী শেষ হয়েছে। যুলকারনাইনের এ বক্তব্যের দ্বারা যে জিনিসটি বঝানো হয়েছে তা হলো—মক্কার কাফিররা আহলি কিতাবের লোকদের

عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا

আমার স্মরণ থেকে এবং তারা সক্ষম ছিলনা শুনতেও ।

كَانُوا-তারা সক্ষম ছিল না ; لَا يَسْتَطِيعُونَ-এবং ; وَ-আমার স্মরণ ; عَنْ-থেকে ;

থেকে যুলকারনাইনের শান-শওকত ও শক্তির যে বিবরণ শুনেছে তিনি শুধু তাই ছিলেন না তথা তিনি শুধু দিঘিজয়ী ছিলেন না, তিনি তাওহীদ এবং আখিরাতেও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইনসাফ ও সুবিচারের নীতি অবলম্বন করে শাসন করেছেন।

৭৩. অর্থাৎ কিয়ামতের সত্য ওয়াদার কথা একটু আগেই যুলকারনাইনের কথায় এসেছে তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মূল কথার উপর এ বাক্যাংশটি বাড়ানো হয়েছে।

১১ রুকু' (৮৩-১০১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যুলকারনাইন ছিলেন দিঘিজয়ী বাদশাহ। কুরআন মাজীদে আলোচনা থেকে তাঁর নবী হওয়ার বিষয় সুস্পষ্ট নয়। আর হাদীস থেকেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। সুতরাং এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে যতটুকু আলোচনা রয়েছে। ততটুকুর উপর ঈমান রাখতে হবে।

২. যুলকারনাইন দিঘিজয়ী বাদশাহ হওয়ার সাথে সাথে একজন আল্লাহভীরু ন্যায়বিচারক শাসক ছিলেন—একথা সুস্পষ্ট। সুতরাং এতটুকু পর্যন্ত বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য।

৩. তিনি পশ্চিমে মানব বসতির শেষসীমা পর্যন্ত তার শাসনাধীনে নিয়ে এসেছিলেন। উত্তরে সভ্য জগতের শেষ সীমা পর্যন্ত জয় করে নিয়েছিলেন। এর পরেই ছিল মানবজাতির একাংশ অসভ্য বর্বর ইয়াজ্জ-মাজ্জের আবাসস্থল।

৪. ইয়াজ্জ-মাজ্জ ছিল নূহ আ.-এর পুত্র ইয়াকফের বংশধর। এদেরকে যুলকারনাইন আবদ্ধ করে রেখেছেন এবং এরা ঈসা আ.-এর পুনরায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আবদ্ধ থাকবে।

৫. অতপর আল্লাহর ইচ্ছায় যুলকারনাইনের তৈরি দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে এবং নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকবে। অবশেষে ঈমানদারদের দোয়ায় এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬. ভৌগলিক কোনো আলোচনার ওপর ইসলামের কোনো আকীদা-বিশ্বাস এবং কুরআন মাজীদে কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্ভরশীল নয়। যদি তা হতো আল্লাহ তাআলা তা কুরআন মাজীদেই সুস্পষ্ট করে দিতেন।

৭. স্মরণীয় যে, আসহাবে কাহাফ মুসা আ. ও খিযির আ.-এর ঘটনা এবং অবশেষে যুলকারনাইনের আলোচনা এগুলো শুধুমাত্র ইয়াহুদীদের পরামর্শে কাফিরদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. আল্লাহর দুনিয়াতে আমাদের জ্ঞানের আওতার বাইরেও এমন কিছু রয়েছে যা জানার আমাদের কোনো সুযোগ নেই। তবে আল্লাহ যদি চান তাহলে হয়তো কোনোদিন এসব রহস্য উদঘাটন হতেও পারে।

৯. যুলকারনাইন সম্পর্কে ইয়াহুদীদের মধ্যে যা প্রচলিত রয়েছে তার সত্যতার বিষয়ও সন্দেহমুক্ত নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে বিতর্কে না যাওয়াই মু'মিনদের উচিত।

সূরা হিসেবে রুকু'-১২

পারা হিসেবে রুকু'-৩

আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١٥٢﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي

১০২. তাহলে যারা কুফরী করে তারা^{১৪} কি মনে করে যে, তারা আমাকে ছাড়া আমার বান্দাহদেরকেই বানিয়ে নেবে

أُولِيَاءَ ۖ إِنَّا نَعْتَدُ نَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٥٣﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ

অভিভাবক ?^{১৫} আমি অবশ্যই জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য মেহমানদারী হিসেবে তৈরি করে রেখেছি।

১০৩. আপনি বলে দিন—‘আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো

بِالْآخِرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٥٤﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

আমলের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে ? ১০৪. তাদের যাদের পরিশ্রম বিফল হয়েছে দুনিয়ার জীবনে^{১৬}

﴿١٥٢﴾ أَفَحَسِبَ (অ+ফ+হসব)-তারা কি মনে করে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; مِنْ-আমার বান্দাদেরকে ; عِبَادِي-(ই+বাদ+য়) ; يَتَّخِذُوا-তারা বানিয়ে নেবে ; أَنْ-যে ; دُونِي-আমাকে ছাড়া ; أُولِيَاءَ-অভিভাবক ; إِنَّا-আমি অবশ্যই ; نَعْتَدُ (ন+আ+আউ)-তৈরি করে রেখেছি ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামকে ; لِلْكَافِرِينَ-(ল+আল+কফরিন) ; نُزُلًا-মেহমানদারী হিসেবে ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; هَلْ-আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ; نُنَبِّئُكُمْ (ন+নব্ব+আ+কুম)-আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ; فِي (ফ+ই) ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; الْحَيَاةِ-জীবনে ; سَعِيَهُمْ-(স+আ+ই+হুম)-তাদের পরিশ্রম ; ضَلَّ-বিফল হয়েছে ; أَعْمَالًا-(আ+আমল+আল)-ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে ; الَّذِينَ-যাদের ; فِي (ফ+ই) ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; الْحَيَاةِ-জীবনে ;

৭৪. এ সূরার মধ্যে যা আলোচনা করা হয়েছে তার মূলকথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। আর এ মূল কথা তথা শেষকথাটি বলার জন্য প্রাসংগিকভাবে ইয়াহুদীদের পরামর্শে নবী করীম স.-কে পরীক্ষার জন্য কাফিরদের উত্থাপিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। নবী করীম স. তাঁর জাতির লোকদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে তাওহীদী আকীদা গ্রহণ এবং দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিতেছিলেন; কিন্তু জাতির বড় বড় নেতা ও সম্পদশালী লোকেরা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অহংকারে তাঁর দাওয়াতকে অস্বীকার করে আসছিল। শুধু এতটুকু নয় তারা

وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِبُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

অথচ তারা মনে করে যে, তা'রাই ভাল করছে কাজের দিক থেকে ।

১০৫. ও'রাই তা'রা যা'রা অস্বীকার করেছে

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে, ফলে তাদের সকল আমলই বরবাদ হয়ে গেছে ; অতএব কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দাঁড় করাবো না

وَزَنًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن كَفَرَ وَأَتَّخَذَ وَآلَتِي وَرَسُولِي

কোনো ওয়ন । ১০৬. এটাই—জাহান্নামই তাদের বদলা, কারণ তা'রা অমান্য

করেছে এবং বানিয়ে নিয়েছে আমার আয়াতকে ও আমার রাসূলগণকে

و-অথচ ; مُ-তা'রা ; يَحْسِبُونَ-মনে করে ; أَنَّهُمْ-তা'রাই ; يُحْسِبُونَ-ভালো করছে ; كَفَرُوا-অস্বীকার করেছেন ; أُولَٰئِكَ-ও'রাই তা'রা ; الَّذِينَ-যা'রা ; صُنْعًا-কাজের দিক থেকে । ۝-অস্বীকার করেছে ; بِآيَاتِ-আয়াতসমূহকে ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; فَحَبِطَتْ-ফলে বরবাদ হয়ে গেছে ; أَعْمَالُهُمْ-তাদের সকল আমলই ; فَلَا نُقِيمُ-অতএব দাঁড় করাবো না ; يَوْمَ الْقِيَمَةِ-কিয়ামতের দিন ; لِقَائِهِ-তাঁর সাথে সাক্ষাতকে ; وَآلَتِي-আমার আয়াতসমূহকে ; وَرَسُولِي-আমার রাসূলগণকে ;

সত্যপন্থী লোকদের উপর যুলম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। তা'রা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর বান্দাহ তথা ইয়াহুদীদেরকে অভিভাবক মেনে নিয়ে তাদের কথামতোই চলছিল।

৭৫. অর্থাৎ এ কান্দারদেরকে তিনটি কাহিনী শোনানোর পরও কি তা'রা তাদের আগের মতের উপর অটল থাকবে এবং তাদের এ আচরণ তাদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে মনে করে ?

৭৬. অর্থাৎ তা'রা যা কিছু করেছে, আল্লাহর প্রতি বিমুখ ও নির্ভিক হয়ে এবং পরকালকে সম্পূর্ণরূপে বাদ রেখে কেবলমাত্র দুনিয়ার জন্যই করেছে। দুনিয়ার জীবনকেই তা'রা একমাত্র জীবন মনে করে নিয়েছে। দুনিয়ার সফলতা ও ধনে-জনের আধিক্যকেই তাদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ আছেন একথা বিশ্বাস করে নিলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে দুনিয়ার জীবনের

هُزُوا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ

বিদ্রূপের বিষয়। ১০৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে

جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

মেহমানদারী হিসেবে জান্নাতুল ফিরদাউস। ১০৮. তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। তারা তা থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না। ১০৯

ও-হু-বিদ্রূপের বিষয়। ১০৭. নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান আনে ; وَ-ও ; جَنَّاتُ-তাদের জন্য ; كَانَتْ-রয়েছে ; الصَّالِحَاتِ-নেক কাজ করে ; هُزُوا-জান্নাতুল ফিরদাউস ; خَالِدِينَ-তারারা মেহমানদারী হিসেবে ; نُزُلًا-মেহমানদারী হিসেবে ; لَا يَبْغُونَ-তারারা যেতে চাইবে না ; عَنْهَا-তা থেকে ; حِوَلًا-অন্য কোথাও ।

হিসাব নিকাশ দেয়ার কথা আমলে আনেনি। তারা নিজেদেরকে স্বাধীন-স্বৈচ্ছাচারী জন্তু-জানোয়ারের মতোই মনে করে নিয়েছে। যার ফলে দুনিয়ার এ কর্মস্থল থেকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী আহরণ ছাড়া তারা আর কোনো কাজই করেনি। অতএব তাদের জীবনকে ব্যর্থ বলা ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে।

৭৭. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনকেই চরম ও পরম লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের সকল কাজ-কর্ম ও চেষ্টা-সাধনা এ লক্ষ্যেই ব্যয় করেছে। তাদের এসবের কিছুই আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না। আখিরাতেতো সেই জিনিসই ওষনের সামগ্রী বলে বিবেচিত হবে তথা মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে যা আখিরাতে উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। সেখানে কর্মের ফল ও মূল উদ্দেশ্যই বিবেচিত হবে। কিন্তু যাদের কর্মের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, দুনিয়ার জীবনেই তাদের কর্মের ফল পাওয়ার কামনা যারা করতো এবং তাদের কর্মের ফল তারা দুনিয়ার জীবনে পেয়েও গেছে তাদের সব কাজ-কর্মতো ধ্বংসশীল দুনিয়ার ধ্বংসের সাথে সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে—এটাইতো স্বাভাবিক। পরকালের জন্যতো তারা কোনো কাজ করেনি ; সুতরাং পরকালে আল্লাহর কাছে তাদের কোনো পাওনা-ই থাকবে না। পরকালের জন্য তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি তারা কোনো কাজ করতো তাহলে তারা সেখানে তা লাভ করার আশা করতে পারতো। অতএব তাদের দুনিয়ার করা সমস্ত কাজকর্ম ও চেষ্টা-সাধনাতো ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাবেই।

৭৮. ‘জান্নাতুল ফিরদাউস’ অর্থ সবুজে ঘেরা বাগান। এ শব্দটি আরবী না অনারব এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—“তোমরা যখন আল্লাহর নিকট জান্নাত চাইবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে, কেননা এটা জান্নাতের সবচেয়ে উত্তম স্তর। এর উপরই আল্লাহর আরশ। এখান থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدًّا لَكَلِمٍ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ ۝

১০৯. আপনি বলে দিন—‘সমুদ্র যদি কালি হয় আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ’^{১০} লেখার জন্য তবে অবশ্যই সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, শেষ হবার আগেই

كَلِمَتٍ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ যদিও তার মতো (সমুদ্রকে) সাহায্যকারী হিসেবে নিয়ে আসি। ১১০. বলুন—‘আমি তো অবশ্যই একজন মানুষ

مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا الْهُكْمُ إِلَهُ ۚ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا

তোমাদের মতো, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মা’বুদতো একই মা’বুদ ; সুতরাং যে কেউ আশা রাখে

لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

তার প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভের, সে যেন নেক কাজ করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদাতে যেন কাউকে শরীক না করে।

কালি-মদাদ ; সমুদ্র-الْبَحْرُ ; হয়-كَانَ ; যদি-لَوْ ; আপনি বলে দিন-قُلْ-১০৯ ;
 অবশ্যই-তবে-لَنَفَذَ ; আমার প্রতিপালকের-رَبِّي ; বাণীসমূহ লেখার জন্য-كَالِمَةٍ ;
 শেষ হবার-শেষ-أَنْ تَنْفَذَ ; আগেই-قَبْلَ ; সমুদ্র-الْبَحْرُ ; শেষ হয়ে যাবে-كَلِمَتٍ ;
 নিয়ে আসি-لَوْ جِئْنَا ; যদিও-وَلَوْ ; আমার প্রতিপালকের-رَبِّي ; বাণীসমূহ-
 হিসেবে-أَنَّمَا ; বলুন-قُلْ-১১০ ; অবশ্যই-إِنَّمَا ; তার মতো-(ب+মِثْلُ) ;
 একজন মানুষ-مِثْلُكُمْ ; আমিতো-أَنَا ; ওহী প্রেরিত হয়েছে-يُوحَىٰ ;
 আমার প্রতি-إِلَىٰ ; অবশ্যই-أَنَّمَا ;
 একই-وَاحِدٌ ; মা’বুদ-إِلَهُ ; তোমাদের মা’বুদ-مِثْلُكُمْ ;
 সুতরাং যে কেউ-فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا ; শরীক না করে-لَا يُشْرِكْ ;
 এবং-وَ ; নেক-صَالِحًا ; আমল-عَمَلًا ;
 তার প্রতিপালকের-رَبِّهِ ; সাক্ষাত লাভের-لِقَاءَ ; আশা রাখে-
 কাউকে-أَحَدًا ; তার প্রতিপালকের-رَبِّهِ ; ইবাদাতে-بِعِبَادَةِ ;

৭৯. অর্থাৎ জান্নাতের জীবনকে বদলে দিয়ে অপর কোনো অবস্থা লাভ করার জন্য জান্নাত-বাসীদের মনে কোনো ইচ্ছা জাগতে পারে এমন অবস্থা সেখানে কখনো সৃষ্টি হবে না।

৮০. ‘আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ’ দ্বারা আদ্বাহর কাজ, বিশ্বয়কর কুদরতের পূর্ণ প্রকাশ ও তার বিবরণ এবং হিকমতের কথা বুঝানো হয়েছে। আদ্বাহর কুদরত সম্পর্কে

বিবরণ দেয়া কোনো মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টির পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। দুনিয়ার জলভাগের সব পানি এবং তার মতো আরো জলভাগের পানি কালি হলেও আল্লাহর কুদরতের কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

১২ রুকু' (১০২-১১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের শেখানো কথার মাধ্যমে যারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকেই অভিভাবক মনে করে। সুতরাং এ ধরনের সকল তৎপরতা থেকে মু'মিনদেরকে বিরত থাকতে হবে।

২. যারা উপরোল্লিখিত কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের জন্য 'জাহান্নাম' তৈরি করে রাখা হয়েছে।

৩. আল্লাহর আয়াতকে যারা অস্বীকার করে তাদের কোনো কাজেই কোনো সুফল বয়ে আনবে না। তারা নিজেদের ধারণা মতে নিজেদের কাজকে ভালো মনে করলেও তাদের সকল প্রিশ্রম আখিরাতে নিষ্ফল প্রমাণিত হবে।

৪. কাফির-মুশরিক ও তাদের দোসরদের সকল ভাল কাজই বরবাদ হয়ে যাবে, ফলে সেগুলোকে পরিমাপের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে।

৫. আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসূলগণের আনীত জীবনব্যবস্থাকে বিদ্বেষের পাত্র মনে করার কারণেই তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম।

৬. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আল্লাহ তাদের মেহমানদারীর জন্য যে জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, তার নাম 'জান্নাতুল ফিরদাউস'।

৭. জান্নাতবাসীদের জান্নাতে বসবাসের কোনো শেষ সীমা থাকবেনা। তারা অনন্তকাল জান্নাতে বাস করতে থাকবে।

৮. জান্নাতবাসীরা কখনো জান্নাত থেকে বের হতে চাইবে না, এমনকি সেখান থেকে বের হওয়ার কথা তাদের মনে জাগতে পারে এমন কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণও কখনোও ঘটবেনা।

৯. দুনিয়ার মোট আয়তনের চার ভাগের তিন ভাগই জলরাশি। এ জলরাশি এবং এর মতো আরও এমন জলরাশির পানিগুলোকে কালি বানিয়ে তা দিয়ে মহান আল্লাহর কাজ, তাঁর বিশ্বয়কর শক্তি-ক্ষমতা এবং তাঁর হিকমত-কৌশলের কথাগুলো লিখতে শুরু করা হয় তাহলে আল্লাহর কথা শেষ হওয়ার আগেই কালি শুকিয়ে যাবে, তবুও আল্লাহর কথা শেষ হবে না।

১০. সকল নবী-রাসূলই মানুষ ছিলেন, সুতরাং মুহাম্মাদ স.ও মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মনোনীত করে তাঁর কাছে ওহী পাঠিয়েছেন।

১১. সৃষ্টিকুলের একমাত্র মাবুদ আল্লাহ। আমাদের সকলকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

১২. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা মনে রেখে তাঁর রাসূলের আনীত জীবন ব্যবস্থা অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। আর সর্বাবস্থায় গোপন ও প্রকাশ্য সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

